টুনটুনির বই

(*Tuntunir Boi*)

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(Upendrakishore Ray Chowdhury)

Open Knowledge Foundation Network, India : Open Education Project

Help spreading the light of education. Use and share our books. It is FREE. Educate a child. Educate the economically challenged.

Share and spread the word! Show your support for the cause of Openness of Knowledge.

facebook: https://www.facebook.com/OKFN.India

twitter: https://twitter.com/OKFNIndia

Website: http://in.okfn.org/

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর রচনা

টুনটুনি আর বিড়ালের কথা

গৃহস্থের ঘরের পিছনে বেগুন গাছ আছে। সেই বেগুন গাছের পাতা ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে টুনটুনি পাখিটি তার বাসা বেঁধেছে।

বাসার ভিতরে তিনটি ছোট্ট ছোট্ট ছানা হয়েছে। খুব ছোট্ট ছানা, তারা উড়তে পারে না, চোখও মেলতে পারে না। খালি হাঁ করে, আর চীঁ-চীঁ করে।

গৃহস্থের বিড়ালটা ভারী দুষ্টু। সে খালি ভাবে 'টুনটুনির ছানা খাব।' একদিন সে বেগুন গাছের তলায় এসে বললে, 'কি করছিস লা টুনটুনি?'

টুনটুনি তার মাথা হেঁট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বললে, 'প্রণাম হই, মহারানী!'

তাতে বিড়ালনী ভারি খুশি হয়ে চলে গেল।

এমনি সে রোজ আসে, রোজ টুনটুনি তাকে প্রণাম করে আর মহারানী বলে, আর সে খুশি হয়ে চলে যায়।

এখন টুনটুনির ছানাগুলি বড় হয়েছে, তাদের সুন্দর সুন্দর পাখা হয়েছে। তারা আর চোখ বুজে থাকে না। তা দেখে টুনটুনি তাদের বললে, 'বাছা, তোরা উড়তে পারবি?'

ছানারা বললে, 'হ্যাঁ মা পারব।'

টুনটুনি বললে, 'তবে দেখ তো দেখি, ঐ তাল গাছটার ডালে গিয়ে বসতে পারিস কিনা।'

ছানারা তখনি উড়ে গিয়ে তাল গাছের ডালে গিয়ে বসল। তা দেখে টুনটুনি হেসে বললে, 'এখন দুষ্ট বিড়াল আসুক দেখি!'

খানিক বাদেই বিড়াল এসে বললে, 'কি করছিস লা টুনটুনি?'

তখন টুনটুনি পা উঠিয়ে তাকে লাথি দেখিয়ে বললে, 'দূর হ, লক্ষ্মীছাড়া বিড়ালনী!' বলেই সে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাল।

দুষ্টু বিড়াল দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে গাছে উঠে, টুনটুনিকেও ধরতে পারলে না, ছানাও খেতে পেলে না। খালি বেগুন কাঁটার খোঁচা খেয়ে নাকাল হয়ে ঘরে ফিরল।

টুনটুনি আর নাপিতের কথা

টুনটুনি গিয়েছিল বেগুন পাতায় বসে নাচতে। নাচতে-নাচতে খেল বেগুন কাঁটার খোঁচা। তাই থেকে তার হল মস্ত বড় ফোড়া।

ও মা, কি হবে? এত বড় ফোড়া কি করে সারবে?

টুনটুনি একে জিগগেস করে তাকে জিগগেস করে। সবাই বলে, 'ওটা নাপিত দিয়ে কাটিয়ে ফেল।'

তাই টুনটুনি নাপিতের কাছে গিয়ে বললে, 'নাপিতদাদা, নাপিতদাদা, আমার ফোড়াটা কেটে দাও না।'

নাপিত তার কথা শুনে ঘাড় বেঁকিয়ে নাক সিঁটকিয়ে বললে, 'ঈস! আমি রাজাকে কামাই, আমি তোর ফোড়া কাটতে গেলুম আর কি!'

টুনটুনি বললে, ‘আচ্ছা দেখতে পাবে এখন, ফোড়া কাটতে যাও কি না।’

বলে সে রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করলে, ‘রাজামশাই, আপনার নাপিত কেন আমার ফোড়া কেটে দিচ্ছে না? ওকে সাজা দিতে হবে!’

সুনে রাজামশাই হো-হো করে হাসলেন, বিছানায় গড়াগড়ি দিলেন, নাপিতকে কিছু বললেন না। তাতে টুনটুনির ভারি রাগ হল। সে ইঁদুরের কাছে গিয়ে বললে, ‘ইঁদুরভাই, ইঁদুরভাই, বাড়ি আছ?’

ইঁদুর বললে, ‘কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?’

টুনটুনি বললে, ‘তবে ভাত খাই, যদি এক কাজ কর।’

ইঁদুর বললে, ‘কি কাজ?’

টুনটুনি বললে, ‘রাজামশাই যখন ঘুমিয়ে থাকবেন, তখন গিয়ে তাঁর ভুঁড়িটা কেটে ফুটো করে দিতে হবে।’

তা শুনে ইঁদুর জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বললে, ‘ওরে বাপরে! আমি তা পারব না।’ তাতে টুনটুনি রাগ করে বিড়ালের কাছে গিয়ে বললে, ‘বিড়ালভাই, বিড়ালভাই, বাড়ি আছ?’

বিড়াল বললে, ‘কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?’

টুনটুনি বললে, ‘তবে ভাত খাই, যদি ইঁদুর মার।’

বিড়াল বললে, ‘এখন আমি ইঁদুর-টিদুর মারতে যেতে পারব না, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।’ শুনে টুনটুনি রাগের ভরে লাঠির কাছে গিয়ে বললে, ‘লাঠি ভাই, লাঠি ভাই, বাড়ি আছ?’

লাঠি বললে, ‘কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?’

টুনটুনি বললে, ‘তবে ভাত খাই, যদি বিড়ালকে ঠেঙাও।’

লাঠি বললে, ‘বিড়াল আমার কি করেছে যে আমি তাকে ঠেঙাতে যাব? আমি তা পারব না।’ তখন টুনটুনি আগুনের কাছে গিয়ে বললে, ‘আগুনভাই, আগুনভাই, বাড়ি আছ?’

আগুন বললে, ‘কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?’

টুনটুনি বললে, ‘তবে ভাত খাই, যদি লাঠি পোড়াও।’

আগুন বললে, ‘আজ ঢের জিনিস পুড়িয়েছি, আজ আর কিছু পোড়াতে পারব না।’ তাতে টুনটুনি তাকে খুব করে বকে, সাগরের কাছে গিয়ে বললে, ‘সাগরভাই, সাগরভাই, বাড়ি আছ?’

সাগর বললে, ‘কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?’

টুনটুনি বললে, ‘তবে ভাত খাই, যদি তুমি আগুন নিবাও।’

সাগর বললে, ‘আমি তা পারব না।’ তখন টুনটুনি হাতির কাছে গিয়ে বললে, ‘হাতিভাই, হাতিভাই, বাড়ি আছ?’

হাতি বললে, ‘কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?’

টুনটুনি বললে, ‘ভাত খাই, যদি সাগরের জল সব খেয়ে ফেল।’

হাতি বললে, ‘অত জল খেতে পারব না, আমার পেট ফেটে যাবে।’

কেউ তার কথা শুনল না দেখে টুনটুনি শেষে মশার কাছে গেল। মশা দূর থেকে তাকে দেখেই বললে, ‘কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?’

টুনটুনি বললে, ‘তবে ভাত খাই, যদি হাতিকে কামড়াও।’

মশা বললে, ‘সে আবার একটা কথা! এখুনি যাচ্ছি। দেখব হাতি বেটার কত শক্ত চামড়া!’ বলে, সে সকল দেশের সকল মশাকে ডেকে বললে, ‘তোরা আয় তো রে ভাই, দেখি হাতি বেটার কত শক্ত চামড়া।’ অমনি পীন্-পীন্-পীন্-পীন্ করে যত রাজ্যের মশা, বাপ বেটা ভাই বন্ধু মিলে হাতিকে কামড়াতে চলল। মশায় আকাশ ছেয়ে গেল, সূর্য ঢেকে গেল। তাদের পাখার হাওয়ায় ঝড় বইতে লাগল। পীন্-পীন্-পীন্-পীন্ ভয়ানক শব্দ শুনে সকলের প্রাণ কেঁপে উঠল। তখন——

হাতি বলে, সাগর শুষি!
সাগর বলে, আগুন নেবাই!
আগুন বলে, লাঠি পোড়াই!
লাঠি বলে, বিড়াল ঠেঙাই!
বিড়াল বলে, ইঁদুর মারি!
ইঁদুর বলে, রাজার ভুঁড়ি কাটি!
রাজা বলে, নাপিত বেটার মাথা কাটি!

নাপিত হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, ‘রক্ষে কর, টুনিদাদা! এস টুনিদাদা! এস তোমার ফোড়া কাটি।’

তারপর টুনটুনির ফোড়া সেরে গেল, আর সে ভারি খুশি হয়ে আবার গিয়ে নাচতে আর গাইতে লাগল—— টুনটুনা টুন্ টুন্ টুন্! ধেই ধেই!

টুনটুনি আর রাজার কথা

রাজার বাগানের কোণে টুনটুনির বাসা ছিল। রাজার সিন্দুকের টাকা রোদে শুকোতে দিয়েছিল, সন্ধ্যার সময় তার একটি টাকা ঘরে তুলতে ভুলে গেল।

টুনটুনি সেই চকচকে টাকাটি দেখতে পেয়ে তার বাসায় এসে রেখে দিলে, আর ভাবলে, ‘ঈস্! আমি কত বড়োলোক হয়ে গেছি। রাজার ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরে সেই ধন আছে!’ তারপর থেকে সে কেবলি এই কথাই ভাবে, আর বলে——

রাজার ঘরে যে ধন আছে
টুনির ঘরে সে ধন আছে!

রাজা সভায় বসে সে কথা শুনতে পেয়ে জিগগেস করলেন, ‘হ্যাঁরে! পাখিটা কি বলছে রে?’

সকলে হাত জোড় করে বললে, ‘মহারাজ, পাখি বলছে, ‘আপনার ঘরে যে ধন আছে, ওর ঘরেও নাকি সেই ধন আছে!’ শুনে রাজা খিল্‌খিল্ করে হেসে বললেন, ‘দেখ তো ওর বাসায় কি আছে।’

তারা দেখে এসে বললে, ‘মহারাজ, বাসায় একটি টাকা আছে।’

শুনে রাজা বললেন, 'সে তো আমারই টাকা, নিয়ে আয় সেটা।'

তখুনি লোক গিয়ে টুনটুনির বাসা থেকে টাকাটি নিয়ে এল। সে বেচারা আর কি করে, সে মনের দুঃখে বলতে লাগল—

রাজা বড় ধনে কাতর
টুনির ধন নিলে বাড়ির ভিতর!

শুনে রাজা আবার হেসে বললেন, 'পাখিটা বড় ঠ্যাঁটা রে! যা, ওর টাকা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

টাকা ফিরে পেয়ে টুনির বড় আনন্দ হয়েছে। তখন সে বলছে—

রাজা ভারি ভয় পেল
টুনির টাকা ফিরিয়ে দিল

রাজা জিগগেস করলেন, 'আবার কি বলছে রে?'

সভার লোকেরা বললে, 'বলছে মহারাজ নাকি বড্ড ভয় পেয়েছেন, তাই ওর টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

শুনে তো রাজামশাই রেগে একেবারে অস্থির! বললেন, 'কি এত বড় কথা! আন তো ধরে, বেটাকে ভেজে খাই!'

যেই বলা অমনি লোক গিয়ে টুনটুনি বেচারাকে ধরে আনলে! রাজা তাকে মুঠোয় করে নিয়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে রানীদের বললেন, 'এই ভেজে আজ আমাকে খেতে দিতে হবে!'

বলে তো রাজা চলে এসেছেন, আর রানিরা সাতজনে মিলে সেই পাখিটাকে দেখছেন।

একজন বললেন, 'কি সুন্দর পাখি! আমার হাতে দাও তে একবার দেখি।' বলে তিনি তাকে হাতে নিলেন। তা দেখে আবার আর একজন দেখতে চাইলেন। তাঁর হাত থেকে যখন আর একজন নিতে গেলেন, তখন টুনটুনি ফস্কে উড়ে পালাল!

কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায় কি হবে? রাজা জানতে পারলে তো রক্ষা থাকবে ন!

এমনি করে তারা দুঃখ করছেন, এমন সময় একটা ব্যাঙ সেইখান দিয়ে থপ-থপ করে যাচ্ছে। সাত রানী তাকে দেখতে পেয়ে খপ করে ধরে ফেললেন, আর বললেন, 'চুপ-চুপ! কেউ যেন জানতে না পারে! এইটেকে ভেজে দি, আর রাজামশায় খেয়ে ভাববেন টুনটুনিই খেয়েছেন।'

সেই ব্যাঙটার ছাল ছাড়িয়ে তাকে ভেজে রাজামশাইকে দিলে তিনি ভারি খুশি হলেন।

তারপর সবে তিনি সভায় গিয়ে বসেছেন, আর ভাবছেন, 'এবারে পাখির বাছাকে জব্দ করেছি।'

অমনি টুনি বলছে—

বড় মজা, বড় মজা,
রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা!

শুনেই তো রাজামশাই লাফিয়ে উঠেছেন! তখন তিনি থুতু ফেলেন, ওয়াক তোলেন, মুখ ধোন, আর কত কি করেন। তারপর রেগে বললেন, 'সাত রানীর নাক কেটে ফেল।'

অমনি জল্লাদ গিয়ে সাত রানীর নাক কেটে ফেললে।

তা দেখে টুনটুনি বললে—

এক টুনিতে টুনটুনাল
সাত রানীর নাক কাটাল!

তখ্‌ন রাজা বললেন, ‘আন বেটাকে ধরে! এবার গিলে খাব! দেখি কেমন করে পালায়!’

টুনটুনিকে ধরে আনলে।

রাজা বললেন, ‘আন জল!’

জল এল। রাজা মুখ ভরে জল নিয়ে টুনটুনিকে মুখে পুরেই চোখ বুজে ঢক করে গিলে ফেললেন।

সবাই বলে, ‘এবার পাখি জব্দ!’

বলতে বলতেই রাজামশাই ভোক্‌ করে একটা ঢেকুর তুললেন।

সভার লোক চমকে উঠল, আর টুনটুনি সেই ঢেকুরের সঙ্গে বেরিয়ে এসে উড়ে পালাল।

রাজা বললেন, ‘গেল, গেল! ধর, ধর!’ অমনি দুশো লোক ছুটে গিয়ে আবার বেচারাকে ধরে আনল।

তারপর আবার জল নিয়ে এল, আর সিপাই এসে তলোয়ার নিয়ে রাজামশায়ের কাছে দাঁড়াল, টুনটুনি বেরুলেই তাকে দু টুকরো করে ফেলবে।

এবার টুনটুনিকে গিলেই রাজামশাই দুই হাতে মুখ চেপে বসে থাকলেন, যাতে টুনটুনি আর বেরুতে না পারে। সে বেচারা পেটের ভেতর গিয়ে ভয়ানক ছটপট করতে লাগল!

খানিক বাদে রাজামশাই নাক সিঁটকিয়ে বললেন, ‘ওয়াক!’ অমনি টুনটুনিকে সুদ্ধ তার পেটের ভিতরেও সকল জিনিস বেরিয়ে এল।

সবাই বললে, ‘সিপাই, সিপাই! মারো, মারো! পালালো!’

সিপাই তাতে থতমত খেয়ে তলোয়ার দিয়ে যেই টুনটুনিকে মারতে যাবে, অমনি সেই তলোয়ার টুনটুনির গায়ে না পড়ে, রাজামশায়ের নাকে গিয়ে পড়ল।

রাজামশাই তো ভয়ানক চ্যাঁচালেন, সঙ্গে-সঙ্গে সভার সকল লোক চ্যাঁচাতে লাগল। তখন ডাক্তার এসে পটি বেঁধে অনেক কষ্টে রাজামশাইকে বাঁচাল।

টুনটুনি তা দেখে বলতে লাগল—

নাক কাটা রাজা রে
দেখ তো কেমন সাজা রে!

বলেই সে উড়ে সে দেশ থেকে চলে গেল। রাজার লোক ছুটে এসে দেখল, খালি বাসা পড়ে আছে।

নরহরি দাস

যেখানে মাঠের পাশে বন আছে, আর বনের ধারে মস্ত পাহাড় আছে, সেইখানে, একটা গর্তের ভিতরে একটি ছাগলছানা থাকত। সে তখনো বড় হয়নি, তাই গর্তের বাইরে যেতে পেত না। বাইরে যেতে চাইলেই তার মা বলত, ‘যাসনে! ভালুক ধরবে, বাঘে নিয়ে যাবে, সিংহ খেয়ে ফেলবে!’ তা শুনে তার ভয় হত, আর সে চুপ করে গর্তের ভিতরে বসে থাকত। তারপর সে একটু বড় হল, তার ভয়ও কমে গেল। তখন তার মা বাইরে চলে গেলেই সে গর্তের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখত। শেষে একদিন একেবারে গর্তের বাইরে চলে এল।

সেইখানে এক মস্ত ষাঁড় ঘাস খাচ্ছিল। ছাগলছানা আর এত বড় জন্তু আগে কখনো দেখেনি। কিন্তু তার শিং দেখেই সে মনে করে নিল, ওটাও ছাগল, খুব ভালো জিনিস খেয়ে এত বড় হয়েছে। তাই সে ষাঁড়ের কাছে গিয়ে জিগগেস করলে, 'হ্যাঁগা, তুমি কি খাও?'

ষাঁড় বললে, 'আমি ঘাস খাই।'

ছাগলছানা বললে, 'ঘাস তো আমার মাও খায়, সে তো তোমার মতো এত বড় হয়নি।'

ষাঁড় বললে, 'আমি তোমার মায়ের চেয়ে ঢের ভালো ঘাস অনেক বেশি করে খাই।'

ছাগলছানা বললে, 'সে ঘাস কোথায়?'

ষাঁড় বললে, 'ঐ বনের ভিতরে।'

ছাগলছানা বললে, 'আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে।' একথা শুনে ষাঁড় তাকে নিয়ে গেল।

সেই বনের ভিতেরে খুব চমৎকার ঘাস ছিল। ছাগলছানা পেটে যত ঘাস ধরল, সে তত ঘাস খেল।

খেয়ে তার পেট এমনি ভারি হল যে, সে আর চলতে পারে না।

সন্ধ্যে হলে ষাঁড় বললে, 'এখন চল বাড়ি যাই।'

কিন্তু ছাগলছানা কি করে বাড়ি যাবে? সে চলতেই পারে না।

তাই সে বললে, 'তুমি যাও, আমি কাল যাব।'

তখন ষাঁড় চলে গেল। ছাগলছানা একটা গর্ত দেখতে পেয়ে তার ভিতরে ঢুকে রইল।

সেই গর্তটা ছিল এক শিয়ালের। সে তার মামা বাঘের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। অনেক রাত্রে ফিরে এসে দেখে, তার গর্তের ভিতর একটা জন্তু ঢুকে রয়েছে। ছাগলছানাটা কালো ছিল, তাই শিয়াল অন্ধকারের ভিতর ভলো করে দেখতে পেল না। সে ভাবল বুঝি রাক্ষস-টাক্ষস হবে। তাই মনে করে সে ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করল, 'গর্তের ভিতরে কে ও?'

ছাগলছানাটা ভারি বুদ্ধিমান ছিল, সে বললে—

লম্বা লম্বা দাড়ি
ঘন ঘন নাড়ি।
সিংহের মামা আমি নরহরি দাস।
পঞ্চাশ বাঘ মোর এক-এক গ্রাস।

শুনেই তো শিয়াল, 'বাবা গো।' বলেই সেখান থেকে দে ছুট! এমনি ছুট দিল যে একেবারে বাঘের ওখানে গিয়ে তবে সে নিশ্বাস ফেললে।

বাঘ তকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিগগেস করলে, 'কি ভাগ্গে, এই গেলে, আবার এখুনি এত ব্যস্ত হয়ে ফিরলে যে?'

শিয়াল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'মামা সর্বনাশ হয়েছে, আমার গর্তে এক নরহরি দাস এসেছে। সে বলে কিনা পঞ্চাশ বাঘে তার এক গ্রাস!'

তা শুনে বাঘ ভয়ানকে রেগে বললে, 'বটে, তার এত বড় আস্পর্ধা! চল তো ভাগ্গে! তাকে দেখাব কেমন পঞ্চাশ বাঘে তার গ্রাস!'

শিয়াল বললে, 'আমি আর সেখানে যাব না, আমি সেখানে গেলে যদি সেটা হাঁ করে আমাদের খেতে আসে, তাহলে তুমি তো দুই লাফেই পালাবে। আমি তো তেমন ছুটতে পারবে না, আর সে বেটা আমাকেই ধরে খাবে।'

বাঘ বললে, 'তাও কি হয়? আমি কখনো তোমাকে ফেলে পালাবো না।'

শিয়াল বললে, 'তবে আমাকে তোমার লেজের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চল।'

তখন বাঘ তো শিয়ালকে বেশ করে লেজের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে, আর শিয়াল ভাবছে, 'এবারে আর বাঘমামা আমাকে ফেলে পালাতে পারবে না।'

এমনি করে তারা দুজনে শিয়ালের গর্তের কাছে এল। ছাগলছানা দূর থেকেই তাদের দেখতে পেয়ে শিয়ালকে বললে—

দূর হতভাগা! তোকে দিলুম দশ ভাগের কড়ি,
এক বাঘ নিয়ে এলি লেজে দিয়ে দড়ি!

শুনেই তো বাঘের প্রাণ উড়ে গিয়েছে। সে ভাবলে যে, নিশ্চয় শিয়াল তাকে ফাঁকি দিয়ে নরহরি দাসকে খেতে দেবার জন্য এনেছে। তারপর সে কি আর সেখানে দাঁড়ায়? সে পঁচিশ হাত লম্বা এক-এক লাফ দিয়ে শিয়ালকে শুদ্ধ নিয়ে পালাল। শিয়াল বেচারা মাটিতে আছাড় খেয়ে, কাঁটার আঁচড় খেয়ে, খেতের আলে ঠোক্কর খেয়ে একেবারে যায় আর কি! শিয়াল চেঁচিয়ে বললে, 'মামা, আল! মামা, আল!' তা শুনে বাঘ ভবে বুঝি সেই নরহরি দাস এল তাই সে আরো বেশি করে ছোটে। এমনি করে সারারাত ছোটাছুটি করে সারা হল।

সকালে ছাগলছানা বাড়ি ফিরে এল।

শিয়ালের সেদিন ভারি সাজা হয়েছিল। সেই থেকে বাঘের উপর তার এমন রাগ হল যে, সে রাগ আর কিছুতেই গেল না।

বাঘ মামা আর শিয়াল ভাগ্নে

শিয়াল ভাবে,'বাঘমামা, দাড়াঁও তোমাকে দেখাচ্ছি!' এখন সে আর নরহরি দাসের ভয় তার পুরোনো গর্তে যায় না, সে একটা নতুন গর্ত খুজে বার করেছে।

সেই গর্তের কাছে একটা কুয়ো ছিল।

একদিন শিয়াল নদির ধারে একটা মাদুর দেখতে পেয়ে, সেটাকে তার বাড়িতে নিয়ে এল। এনে, সেই কুয়োর মুখের উপর তাকে বেশ করে বিছিয়ে বাঘকে গিয়ে বললে,'মামা, আমার নতুন বাড়ি দেখতে গেলে না?' শুনে বাঘ তখুনি তার নতুন বাড়ি দেখতে এল। শিয়াল তাকে সেই কুয়োর মুখে বিছানো মাদুরটা দেখিয়ে বললে, 'মামা, একটু বস, জলখাবার খাবে।'

জলখাবারের কথা শুনে বাঘ ভরি খুশি হয়ে, লাফিয়ে সেই মাদুরের উপর বসতে গেল, আর অমনি সে কুয়োর ভিতরে পড়ে গেল। তখন শিয়াল বললে, 'মামা, খুব করে জল খাও, একটুও রেখ না যেন!'

সেই কুয়োর ভিতরে কিন্তু বেশি জল ছিল না, তাই বাঘ তাতে ডুবে মারা যায়নি। সে আগে খুবই ভয় পেয়েছিল, কিন্তু শেষে অনেক কষ্টে উঠে এল। উঠেই সে বললে, 'কোথায় গেলি রে শিয়ালের বাচ্চা? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি।' কিন্তু শিয়াল তার আগেই পালিয়ে গিয়েছিল, তাকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না।

তারপর থেকে বাঘের ভয়ে শিয়াল তার বাড়িতেও আসতে পারে না, খাবার খুঁজতেও যেতে পারে না। দুর থেকে দেখতে পেলেই বাঘ তাকে মারতে আসে। বেচারা না-খেয়ে না-খেয়ে শেষে আধমরা হয়ে গেল।

তখন সে ভাবলে, 'এমন হলে তো মরেই যাব। তার চেয়ে বাঘ মামার কাছে যাই না কেন? দেখি যদি তাকে খুশি করতে পারি।'

এই মনে করে সে বাঘের সাথে দেখা করতে গেল। বাঘের বাড়ি থেকে অনেক দুরে থাকতেই সে নমস্কার করছে আর বলছে, 'মামা, মামা!'

শুনে বাঘ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'তাই তো, শিয়াল যে!'

শিয়াল অমনি ছুটে এসে, তার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'মামা, আমাকে খুঁজতে গিয়ে তোমার বড় কষ্ট হচ্ছিল, দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল। মামা, আমি তোমাকে বড্ড ভালোবাসি তাই এসেছি। আর কষ্ট করে খুঁজতে হবে না, ঘরে বসেই আমাকে মার।'

শিয়ালের কথায় বাঘ তো ভারি থতমত খেয়ে গেল। সে তাকে মারলে না, খালি ধমকিয়ে বললে, 'হতভাগা পাজি, আমাকে কুয়োয় ফেলে দিয়েছিলি কেন?'

শিয়াল জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বললে, 'রাম-রাম। তোমাকে আমি কুয়োয় ফেলতে পারি? সেখানকার মাটি বড্ড নরম ছিল, তার উপর তুমি লাফিয়ে পড়েছিলে, তাই গর্ত হয়ে গিয়েছিল। তোমার মত বীর কি মামা আর কেউ আছে?'

তা শুনে বোকা বাঘ হেসে বললে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ ভাগ্নে সে কথা ঠিক। আমি তখন বুঝে্ত পারিনি।'

এমনি করে তাদের আবার ভাব হয়ে গেল।

তারপর একদিন শিয়াল নদীর ধারে গিয়ে দেখল যে, বিশ হাত লম্বা একটা কুমির ডাঙায় উঠে রোদ পোয়াচ্ছে। তখন সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বাঘকে বললে, 'মামা, মামা একটা নৌকা কিনেছি, দেখবে এসো।'

বোকা বাঘ এসে সেই কুমিরটাকে সত্যি-সত্যি নৌকা মনে করে লাফিয়ে তার উপর উঠতে গেল, আর অমনি কুমির তাকে কামড়ে ধরে জলে গিয়ে নামল।

তা দেখে শিয়াল নাচতে নাচতে বাড়ি চলে গেল।

বোকা জোলা আর শিয়ালের কথা

এক বোকা জোলা ছিল। সে একদিন কাস্তে নিয়ে ধান কাটতে গিয়ে খেতের মাঝখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে উঠে আবার কাস্তে হাতে নিয়ে দেখল, সেটা বড্ড গরম হয়েছে।

কাস্তেখানা রোদ লেগে গরম হয়েছিল, কিন্তু জোলা ভাবলে তার জ্বর হয়েছে। তখন সে 'আমার কাস্তে তো মরে যাবে রে!' বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

পাশের খেতে এক চাষা কাজ করছিল। জোলার কান্না শুনে সে বলল, 'কি হয়েছে?'

জোলা বললে, 'আমার কাস্তের জ্বর হয়েছে।'

তা শুনে চাষা হাসতে হাসতে বললে, 'ওকে জলে ডুবিয়ে রাখ, জ্বর সেরে যাবে।'

জলে ডুবিয়ে কাস্তে ঠাণ্ডা হল, জোলাও খুব সুখী হল।

তারপর একদিন জোলার মায়ের জ্বর হয়েছে। সকলে বললে, 'বদ্দি ডাক।' জোলা বললে, 'আমি ওষুধ জানি।' বলে, সে তার মাকে পুকুরে নিয়ে গিয়ে জলের ভিতরে চেপে ধরল। সে বেচারী যতই ছটপট করে, জোলা ততই আরো চেপে ধরে, আর বলে, 'রোস, এই তো জ্বর সারছে।'

তারপর যখন বুড়ি আর নড়ছে-চড়ছে না, তখন তাকে তুলে দেখে সে মরে গেছে। তখন জোলা চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল তিনদিন কিছু খেল না, পুকুর-পাড় থেকে ঘরেও গেল না।

এক শিয়াল সেই জোলার বন্ধু ছিল। সে জোলাকে কাঁদতে দেখে এসে বললে, 'বন্ধু, তুমি কেঁদ না, তোমাকে রাজার মেয়ে বিয়ে করাব।'

শুনে জোলা চোখ মুছে ঘরে গেল। তারপর থেকে সে রোজ শিয়ালকে বলে, 'কই বন্ধু, সেই যে বলেছিলে?'

শিয়াল বললে, 'যখন বলেছি, তখন করাবই। আগে তুমি খান কতক খুব ভলো কাপড় বুনগে দেখি।' জোলা দুমাস খালি কাপড়ই বুনল। তারপর শিয়াল তাকে খুব করে সাবান মেখে স্নান করতে বলে, রাজার কাছে মেয়ে চাইতে বেরুল।

কানে কলম গুঁজে, পাগড়ি এঁটে, জামা জুতো পরে, চাদর জড়িয়ে, ছাতা বগলে করে, শিয়াল জখন রাজার কাছে উপস্থিত হল, তখন রাজামশাই ভাবলেন, এ খুব পণ্ডিত লোক হবে। তিনি জিগগেস করলেন, 'কি শিয়াল পণ্ডিত, কি জন্যে এসেছ?'

শিয়াল বললে, 'মহারাজ আমাদের রাজার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন কিনা তাই জানতে এসেছি।'

শিয়াল মিছে কথা বলেনি, সেই জোলার নাম ছিল 'রাজা'। কিন্তু রাজামশাই মনে করলেন বুঝি সত্যি-সত্যিই রাজা তিনি ব্যস্ত হয়ে জিগগেস করলেন, 'তোমাদের রাজা কেমন?'

শিয়াল বললে—

দেখতে রাজা বড়ই ভালো ঘরময় তার চাঁদের আলো। বুদ্ধি তার আছে যেমন লেখাপড়া জানেন তেমন। এক ঘায় তার দশটা পড়ে তার গুনে লোক খায় পরে।

সত্যি-সত্যিই সে জোলা দেখতে বড় সুন্দর ছিল, তাই শিয়াল বললে, 'দেখতে বড় ভালো।'

তার ঘরে চাল ছিল না বলে ভিতেরে চাঁদের আলো আসত, তাই শিয়াল বললে, 'ঘরময় তার চাঁদের আলো।' কিন্তু রাজামশায় ভাবলেন, বুঝি সেটা তাঁর নিজের বাড়ির মতন খুব ঝকঝকে জমকালো একটা বাড়ি!

বুদ্ধি তার ছিল না, আর সে লেখাপড়াও জানত না। কাজেই শিয়াল বললে, 'বুদ্ধি তার আছে যেমন লেখাপড়া জানেন তেমন।' কিন্তু রাজামশাই ভাবলেন, তার ভারি বুদ্ধি, সে ঢের লেখাপড়া জানে।

'এক ঘায় তার দশটা পড়ে', এ কথাও সত্যি। দশটা মানুষ নয়, দশটা ধানের গাছ। সে চাষা ছিল, কাস্তে নিয়ে ধান কাটত। রাজামশাই কিন্তু ভাবলেন, সে মস্ত বড বীর, তার এক ঘায়ে দশজন মানুষ মরে যায়।

সে ধানের চাষ করত আর কাপড় বুনত। ধান থেকেই তো ভাত হয় তাই লোকে খায়, আর কাপড় পরে। তাই শিয়াল বললে, 'তার গুনে লোক খায় পরে।' রাজামশাই সেই রকম কিছু বুঝলেন না। তিনি ভাবলেন বুঝি সে ডঃএর গরীব লোককে খেতে পরতে দেয়।

কাজেই তিনি খুব খুশি হয়ে শিয়ালকে এক হাজার টাকা বকশিশ দিলেন, আর বললেন, 'এমন লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না তো কার সঙ্গে দেব? তোমার রাজাকে নিয়ে এস, আট দিনের পর বিয়ে হবে।'

শিয়াল সেই হাজার টাকার থলে বগলে করে, নাচতে-নাচতে জোলার কাছে এল। এসে দেখে জোলা খালি কাপড়ই বুনছে। দু মাসে সে এত কাপড় বুনেছে যে সেই গ্রামের সকলের এক-একখানি করে কাপড় হতে পারে।

শিয়াল সেই টাকার থলে থেকে দুটি করে টাকা, আর একখানি কাপড় গ্রামের সকলকে দিয়ে বললে, 'আট দিন পরে, রাজার মেয়ের সঙ্গে আমাদের বন্ধুর বিয়ে হবে, আপনাদের নিমন্ত্রণ।' শুনে তারা ভারি খুশি হল। জোলা বোকা হলেও বড ভালোমানুষ ছিল, তাই সকলে তাকে ভালোবাসত।

তারপর শিয়াল আর সব শিয়ালের কাছে গিয়ে বললে, 'ভাই সকল, আমার বন্ধুর বিয়ে, তোমাদের নিমন্ত্রণ। তোমরা গান গাইতে যাবে।' শুনে শিয়াল সব হোয়া-হোয়া করে বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব।'

তারপর শিয়াল ব্যাঙদের কাছে গিয়ে বললে, 'ভাই সকল, আমার বন্ধুর বিয়ে, তোমাদের নিমন্ত্রণ। তোমরা গান গাইতে যাবে।'

সকল ব্যাঙ ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বললে, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব।’ তারপর শিয়াল শালিকদের কাছে গিয়ে বললে, ‘ভাই সকল, আমার বন্ধুর বিয়ে, তোমাদের নিমন্ত্রণ। তোমরা গান গাইতে যাবে।’

শালিকের দল কিচির-মিচির করে বললে, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব।’

তারপর শিয়াল হাঁড়িচাঁচাদের কাছে, ঘুঘুদের কাছে, কুঁক্কো পাখিদের কাছে, উত্‌ক্রোশ পাখিদের কাছে, বোউ কথা-ক-দের কাছে, ময়ূরদের কাছে, চোখ-গেলদের কাছে, আর ভগদত্তদের কাছে গিয়েও তেমনি করে নিমন্ত্রণ করে এল। তারা সবাই বললে, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব।’

এসব কাজ শেষ হতে সাতদিন লাগল। তার পরের দিন রাত্রিতে বিয়ে। শিয়াল তার বন্ধুর জন্যে চমত্‌কার পোষাক ভাড়া করে এনে, যখন সেই পোষাক তাকে পরিয়ে দিলে, তখন সত্যি-সত্যিই তাকে খুব বড় একজন রাজার মত মনে হতে লাগল। যাদের নিমন্ত্রণ, তারাও সবাই এল। যাবার সময় হলে, শিয়াল তাদের সকলকে নিয়ে রাজার বাড়ি চলল।

রাজার বাড়ি যখন এক ক্রোশ দুরে, তখন শিয়াল সকলকে দেকে বললে, ‘ভাই সকল, ঐ দেখ রাজার বাড়ির আলে দেখা যাচ্ছে। তোমরা ঐ আলো দেখে খুব ধীরে ধীরে এস। আমি ততক্ষণ ছুটে গিয়ে রাজামশাইকে খবর দি।’

সবাই বললে, ‘আচ্ছা।’

শিয়াল বললে, ‘তবে একবার তোমরা সবাই মিলে গান ধর তো। দেখি কার কেমন গলার জোর!’ অমনি পাঁচ হাজার শিয়াল মিলে চ্যাঁচাতে লাগল, ‘হুয়া, হুয়া, হুয়া, হুয়া!’

বারো হাজার ব্যাঙ বললে, ‘ঘোৎ, ঘোত্‌, ঘেঁয়াও, ঘেঁয়াও!’

সাত হাজার শালিক বললে——

ফড়িং সঙ্গে সঙ্গে চারিজনং চকিত্‌ কাট কাট কাট গুরুচরণ!

দুহাজার হাঁড়িচাঁচা বললে, ‘ঘ্যাঁচা, ঘ্যাঁচা, ঘ্যাঁচা, ঘ্যাঁচা, ঘ্যাঁচা, ঘ্যাঁচা!’

চার হাজার ঘুঘু বললে, ‘রঘু, রঘু, রঘু, রঘু, রঘু, রঘু!’

তিন হাজার কুঁক্কো বললে, ‘পুৎ, পুত্‌, পুত্‌, পুত্‌, পুত্‌, পুৎ!’

উনিশ শো উত্‌ক্রোশ বললে, ‘হাঁ আ:, হাঁ আ:, হাঁ আ:, ও হো হো হো হো!’

আর যত বৌ-কথা-ক, ময়ূর, ভগদত্ত আর চোখ-গেল, তারাও সবাই মিলে যার-যার নিজের গান ধরতে ছাড়ল না।

তখন শুনতে কেমন হয়েছিল তা সেখানে থাকলে বোঝা যেত। রাজার বাড়ির লোকেরা দূর থেকে তা শুনে তো ভয়ে কাঁপতেই লাগল। তারপর যখন শিয়াল রাজামশাইকে খবর দিতে এল, তখ্‌ন তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘শিয়াল পণ্ডিত, ওটা কিসের গোলমাল?’

শিয়াল বললে, ‘ওটা আমাদের বাজনা আর লোকজনের শব্দ।’

শুনে রাজা তো ভয়ে অস্থির হলেন। এত লোককে কোথায় বসাবেন, কি দিয়ে খাওয়াবেন, ভেবে ঠিক করতে পরলেন না। তিনি বললেন, ‘তাই তো, কি হবে?’

শিয়াল বললে, ‘ভয় কি মহারাজ! আমি এখুনি গিয়ে লোকজন সব ফিরিয়ে দিচ্ছি। খালি রাজাকে আপনার কাছে আনব।’

রাজা তখন বড়ই খুশি হয়ে শিয়াল্কে পাঁচ হাজার টাকা বকশিশ দিলেন। শিয়াল ফিরে এসে মাঠের মাঝখানে অনেক টাকার মুড়ি-মুড়কি আর ছোট-ছোট মাছ ছড়িয়ে বললে, 'তোমরা খাও।' অমনি তার সঙ্গের সব শিয়াল ব্যাঙ আর পাখি মিলে কাড়াকাড়ি করে সে সব খেতে লাগল। শিয়াল তার গ্রামের লোকেদের প্রাণ ভরে সন্দেশ খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। তারপর জোলাকে নিয়ে রাজার কাছে এল। আসবার সময় তাকে সিখিয়ে আনল, 'খবরদার! কথা বলো না যেন, তবে কিন্তু বিয়ে করতে পারবে না।'

রাজার বাড়ির লোকেরা বর দেখে কি যে খুশি হল, কি বলব! তারা খালি এইজন্য দূঃখ করতে লাগল যে এমন সুন্দর বর, কিন্তু সে কথা কয় না কেন?

শিয়াল বললে, 'ওঁর মা মরে গিয়েছেন, সেই দুঃখে উনি কথা বলছেন না।' শুনে সবাই বললে, 'আহা!' কিন্তু আসল কথা এই যে, কথা বললেই কিনা জোলা ধরা পড়ে যাবে, তাই শিয়াল তাকে মানা করেছে।

খাবার সময় জোলাকে সোনার থালায় ভাত, আর একশোটা সোনার বাটিতে করে নানা রকম তরকারি আর মিঠাই দিয়েছিল। সে এক-একটি করে সবগুলো বাটি নিয়ে শুঁকে দেখল। শেষে তার কোনোটাই চিনতে না পেরে, মিঠাই, ঝোল, অম্বল, সব একসঙ্গে ভাতের উপর ঢেলে মেখে নিল। তারপর তার খানিকটা বই খেতে না পেরে, যা বাকি ছিল চাদরে বাঁধতে গেল।

সকলে শিয়াল্কে বললে, 'তোমাদের রাজা কেন এমন? কখনো কিছু খায়নি নাকি?'

শিয়াল চোখ ঠেরে তাদের কানে-কানে বললে, 'উনি একবার বই দুবার মেখে খান না, আর পাতে যা থাকে তা চাদরে বেঁধে সেই চাদরখানি সুদ্ধ গরীবকে দেন। একজন গরীবকে ডাক।'

বলে সে খাবার-বাঁধা চাদরখানি জোলার গা থেকে খুলে গরীব্কে দিতে গেল।

শোবার সময় জোলার ভারি মুস্কিল হল। হাতির দাঁতের খাটে বিছানা, তাতে মশারি খাটানো। সে বেচারা কোনদিন খাটও দেখেনি, মশারিও দেখেনি।

আগে গিয়ে খাটের তলায় ঢুকল, সেখানে বিছনা নেই দেখে বেরিয়ে এল। তরপর মশারির চারধার খুঁজে, তার দরজা টের পেয়ে বললে, 'বুঝেছি, ঘরের ভেতর ঘর করেছে, তার দোর রেখেছে চালের উপর!'

বলে সে খাটের খুঁটি বেয়ে যেই মশারির চালে উঠতে গিয়েছে অমনি সবসুদ্ধ ভেঙে নিয়ে ধপাৎ! তখন সে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'ধান কাটতুম, কাপড় বুনতুম, সেই ছিল ভালো। রাজার মেয়ে বিয়ে করে কোমর ভেঙে গেল।'

ভাগ্যিস্ সেখানে কোন লোক ছিল না, কেবল রাজার মেয়ে ছিলেন, আর বাইরে শিয়াল বসে চীল। রাজার মেয়ে অনেক কাঁদলেন, আর শিয়ালকে বকলেন। কিন্তু তার ভারি বুদ্ধি ছিল, তাই এই কথা আর কাউকে বললেন না।

পরদিন রাজার মেয়ের কথায় শিয়াল গিয়ে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, আপনার জামাই বলছেন, আপনার মেয়েকে নিয়ে তিনি নানান দেশ দেখতে যাবেন। তাই ছুটি চাচ্ছেন।'

রাজা খুশি হয়ে ছুটি দিলন আর লোকজন টাকাকড়ি সঙ্গে দিলেন। তরপর রাজার মেয়ে জোলাকে নিয়ে আর এক দেশে গিয়ে, বড়-বড় মাষ্টার রেখে তাকে সকল রকম বিদ্যে সেখাতে লাগলেন। দু-তিন বছরের মধ্যে জোলামস্ত বড় বীর আর পণ্ডিত হয়ে উঠল।

তখন খবর এল যে, রাজা মরে গেছেন, আর তাঁর ছেলে নেই বলে জামাইকে রাজা করে গিয়েছেন।

তখন খুব সুখের কথা হল।

গুপি গাইন ও বাঘা বাইন

তোমরা গান গাইতে পার? আমি একজন লোকের কথা বলব, সে একটা গান গাইতে পারত। তার নাম ছিল গুপি কাইন,তার বাবার নাম ছিল কানু কাইন। তার একটা মুদীর দোকান ছিল। গুপি কিনা একটা গান গাইতে পারত, আর সে গ্রামের আর কেউ কিছু গাইতে পারত না, তাই তারা তাকে খাতির করে বলত গুপি 'গাইন'।

গুপি যদিও একটা বই গান জানত না, কিন্তু সেই একটা গান সে হুব ক'রেই গাইত; সেটা না গেয়ে সে তিলেকও থাকতে পারত না, তার দম আটকে আসত। যখন সে ঘরে ব'সে গাইত, তখন তার বাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত। যখন সে মাঠে গিয়ে গান গাইত, তখন মাঠের যত গরু সব দড়ি ছিঁড়ে ভাগত। শেষে আর তার ভয়ে তার বাবার দোকানে খদ্দেরই আসে না, রাখালেরাও মাঠে গরু নিয়ে যেতে পারে না। তখন একদিন কানু কাইন তাকে এই বড় বাঁশ নিয়ে তাড়া করতে সে ছুটে মাঠে চ'লে গেল; সেখানে রাখালের দল লাঠি নিয়ে আসতে বনের ভিতর গিয়ে খুব ক'রে গলা ভাঁজতে লাগল।

গুপিদের গ্রমের কাছেই আরেকটা গ্রামে একজন লোক থাকত, তার নাম ছিল পাঁচু পাইন। পাঁচুর ছেলেটির বড্ড ঢোলক বাজাবার শখ ছিল। বাজাতে বাজাতে সে বিষম ঢুলতে থাকত, আর পা নাড়ত আর চোখ পাকাত, আর দাঁত খিঁচোত, আর ভ্রূকুটি করত। তার গ্রামের লোকেরা তা দেখে হাঁ ক'রে থাকত আর বলত, 'আহা! আ-হা-হা!! অ-অ-অ-হ্-হ্-হ্!!!' শেষে যখন 'হাঃ, হাঃ, হা-হা!' ব'লে বাঘের মত খেঁকিয়ে উঠত, তখন সকলে পালাবার ফাঁক না পেয়ে চিৎপাত হয়ে প'ড়ে যেত। তাই থেকে সকলে তাকে বলত 'বাঘা বাইন।' তার এই বঘা নামই রটে গিয়েছিল; আসল নাম যে তার কি, তা কেউ জানত না।

বাঘা ঢোলক বাজাত আর রোজ একটা ক'রে ঢোলক ভাঙত। শেষে আর পাঁচু তার ঢোলকের পয়সা দিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু বাঘর বাজনা বন্ধ হবে, তাও কি হয়? গ্রামের লোকেরা পাঁচুকে বলল, 'তুমি না পার, নাহয় আমরাই সকলে চাঁদা ক'রে ঢোলকের পয়সাটা দি। আমাদের গ্রামে এমন একটা ওস্তাদ হয়েছে, তার বাজনাটা বন্ধ হয়ে যাবে!' শেষে ঠিক হল যে গ্রামের সকলে চাঁদা ক'রে বাঘাকে একটা ঢোলক কিনে দেবে, আর সেই ঢোলকটি আর তার ছাউনি খুব মজবুত হবে, যাতে বাঘার হাতেও আর সেটা সহজে না ছেঁড়ে।

সে যা ঢোলক হল! তার মুখ হল সাড়ে-তিন হাত চওড়া, আর ছাউনি মোষের চামড়ার। বাঘা সেটা পেয়ে যার পর নাই খুশি হয়ে বললে, 'আমি দাঁড়িয়ে বাজাব।'

তখন থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঢোলক লাঠি দিয়ে বাজায়। দেড় মাস দিনরাত বাজিয়েও বাঘা সেটাকে ছিঁড়তে পারল না। ততদিনে তার বাজনা শুনে শুনে তার বাপ মা পাগল হয়ে গেল, গ্রামের লোকের মাথা ঘুরতে লাগল। আর দিনকতক এইভাবে চললে কি হত বলা যায় না। এর মধ্যে একদিন গ্রামের সকলে মিলে মোটা মোটা লাঠি নিয়ে এসে বাঘাকে বললে, 'লক্ষ্মী, দাদা! তোমাকে দশ হাঁড়ি মিঠাই দিচ্ছি, অন্য কোথাও চ'লে যাও, নইলে আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব!'

বাঘা আর কী করে? তখন কাজেই তাকে অন্য একটা গ্রামে চলে যেতে হল। সেখানে দুদিন না থাকতে থাকতেই

তোমরা গান গাইতে পার ? আমি একজন লোকের কথা বলব , সে একটা গান গাইতে পারত । তার নাম - - কাইন , তার বাবার নাম ছিল কানু কাইন । তার একটা মুদির দোকান ছিল । গুপি কিনা একটা গান গাইতে পারত , আর সে গ্রামের আর কেউ কিছু গাইতে পারত না , তাহ তারা তাকে খাতির করে বলত গ।আ `গাইন । - ।দিও একটা বই গান জানত না কন্ত সেই একটা গান সে খুব করেই গাইত । সেটা না গেযে এ তিলেকও থাকতে পাবত না তার দম আটকে আসত । ষখন সে ঘরে বসে গাইত , তখন তার বাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত । যখন সে মাঠে গিযে গান গাইত , তখন মাঠের ষত গোরু সব দড়িছিঁড়ে ভাগত । শেষে আর তার ভযে তার বাবার দোকানে খদ্দেরই আসে না রাখালেরাও মাঠে গোরু নিযে যেতে পারে না । তখন একদিন কানু কাইন তাকে এই বড় বাঁশ নিযে তাড়া করতে সে ছুটে মাঠে চলে গেল । খোনে আখালে দল লা নযে আসতে বনের ভিতর গিয়ে খুব করে গলা ভাঁজতে লাগল । গুপিদের গ্রামের কাছেই আরেকটা গ্রামে একজন লোক থাকত , তার নাম ছিল পাচ পাইন । আচুর ছেলেটির বড্ড ঢোলক বাজাবার শখ ছিল । বাজাতে বাজাতে সে বিষম ঢুলতে থাকত , আর পা নাড়ত আর চোখ পাকাত , আর দাঁত খিঁচোত , আর ভ্রূকুটি করত । তার গ্রামের লোকেরা তা দেখে হা করে থাকত আর বলত `আহা ! ।।।।। অ-অ- অ-হ-হ-হ ! ! !' শেষে যখন `হাঃ , হা হা-হা !' বলে বাঘে মতো খেকিযে উঠত , তখন সকলে পালাবার ফাঁক না পেয়ে চিত্পাত হে পড়ে যেত । তাই থেকে সকলে তাকে বলত `আ।আ বাইন ।' তার এই বাঘা নামই রটে গিযেছিল , আসল নাম যে তার কী , তা কেউ জানত না । বাঘা ঢোলক বাজাত আর রোজ একটা করে ঢোলক ভাঙত । শেষে পাচু আর ঢোলকের পয়সা দিয়ে উঠতে পারে ।আ । আকন্ত বাঘাব বাজনা বন্ধ হবে তাও কী হ। ? গ্রামের লোকেরা পাচুকে বলল , `তুমি না পার , আমরাই সকলে চাঁদা করে ঢোলকের পসাটা দিই । আমাদে গ্রামে এমন একটা ওআদ হয়েছে, তার বাজনাটা ব হয়ে যাবে ।' শেষে ঠিক হল ষ গ্রামের সকলে চাঁদা করে বাঘাকে ঢোলক কিনে দেবে , আর সেই ঢোলকটি আর তার ছাউনি খুব মজবুত হবে , যাতে বাঘার হাতেও টো আর সহজে না ছেঁড়ে । ঢোলক হল ! তার মুখ হল সাড়ে তিন হাত চওড়া , আর ছাউনি মোষের চামডার । বাঘা সেটা পে।এ ষার পর নাই খুশি হয়ে বলল , `আমি দাঁড়িয়ে বাজাব ।' তখন থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়ি।এ। ইএ ঢোলক লাঠি দিষে বাজায । দেড় মাস দিনরাত বাজিয়েও বাঘা সেটাকে ছিঁড়তে পারল না । ততদিনে তার বাজনা শুনে শুনে তার বাপ মা পাগল হষে গেল , গ্রামের লোকের মাথা ।উরতে লাগল । আর দিনকতক এইভ্রাবে চললে কী হত বলা যা না । এর মধ্যে একদিন গ্রামের সকলে মিলে মোটা লাঠি নিষে এসে বাঘাকে বলল , `লক্ষ্মী , দাদা ! তোমাকে দশ হা মিঠাই দিচ্ছি, অন্য কোথাও চলে যাও , নইলে আমরা সবাই পাগল হয়ে ।আব ।' বা।আ আর কী করে ? তখন কাজেই তাকে অন্য একটা গ্রামে চলে ষেতে হল । খোনে দুদিন না থাকতে থাকতেই সেখানকাব সকলে মিলে তাকে গ্রাম থেকে বার করে দিল । তারপর থেকে এ যেখানেই যায় , খোন থেকেই তাকে তাড়িষে দেয় । তখন এ করল কী , সারাদিন মাঠে মাঠে

ঘুরে বেড়াষ , ক্ষুধার ম তার নিজের গ্রামে গিষে ঢোলক বাজাতে থাকে , আর গ্রামের লোক তাড়াতাড়ি তাকে কিছু খাবার দিএ দিআ করে বলে , `বাঁচলাম !' তারপর এমন হল যে আর কেউ তাকে খেতে দেষ না । আর তার ঢোলকের আওয়াজ শুনলেই আশপাশের সকল গ্রামের লোক লাঠি নিয়ে আসে । তখন বেচারা ভাবল , আর না মূর্খদের কাছে থাকার চেয়ে বনে চলে যাওয়াই ভালো । না হয় বাঘে খাবে , তবুও আমার বাজনা চলবে । - বলে বাঘা তার ঢোলকটিকে ঘাড়ে করে বনে চলে গেল । এখন বাঘার বেশ মজাই হয়েছে । ।। আর কেউ তার বাজনা শুনে লাঠি নিয়ে আসে না আ বাঘে খাবে থাক , সে বনে বাঘ-ভালুক কিছু নেই । আছে খালি একটা ভয়ানক জানোয়ার , বাঘা আজও তাকে দেখতে পায়নি , শুধু দূর থেকে তার ডাক শুনে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপে , আর ভাবে , `বাবা গো । ওটা এলেই তো ঢোলকসুদ্ধ আমাকে গিলে খাবে ! ভয়ানক জানোয়ার কিন্তু কেউ নয় , সে গুপি গাইন । বাঘা ।এ ডাক শুনে কাঁপে , সে গুপির গলা ভাঁজা । আ।।। বাঘার বাজনা শুনতে পায় , আর বাঘারই মতো ভয়ে কাঁপে । শেষে একটু ভাবল , `এ বনে থাকলে কখন প্রাণটা যাবে তার চেয়ে এই বেলা এখান থকে পালাই ।' এই ভেবে গুপি চুপিচুপি বন থেকে বেরিযে পড়ল । বেরিয়েই দেখে আর একটা লোকও বিশাল ঢোল মাথায় করে সেই বনের ভিতব থেকে আসছে । তাকে দেখেই ভারি আশ্চর্য হয়ে গুপি জিজ্ঞাসা করল , `তুমি কে হে ?' বাঘা বলল , `আমি বাঘা বাইন , তুমি কে ?' বলল , `আমি গুপি গাইন , তুমি কোথায যাচ্ছ ?' বাঘা বলল , যেখানে জাযগা জোটে , সেইখানেই যাচ্ছি । গ্রামের লোকগুলো গাধা , গানবাজনা বাঝে না , ঢোলটি নিয়ে বনে চলে এসেছিলাম । তা ভাই, এখানে যে ভয়ংকর জানোয়ারের ডাক শুনেছি, তার সামনে পড়লে আর প্রাণটি থাকবে না । তাই পালিয়ে যাচ্ছি ।' - বলল , `তাই তো ! আমিও যে একটা জানোয়ারের ডাক শুনেই পালিয়ে যাচ্ছিলাম । বলো তো , তুমি জানোয়ারটাকে কোথায় বসে ডাকতে শুনেছিলে ?' বাঘা বলল , `বনের পূর্বধারে , বটগাছের তলায় ।' বলল , `আচ্ছা , সে যে আমারই গান শুনেছ ! সে কেন জানোয়ারেব ডাক হবে ? সেই জানোয়ারটা ডাকে বনেব পশ্চিম ধারে , হরতুকীতলায় বসে ।' বাঘা বলল ` সে তো আমার ঢোলকের আওয়াজ , আমি যে ওইখানে থাকতাম ।' এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল যে , তারা তাদের নিজেদের গান আর বাজনা শুনেই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল । তখন যে দুজনার হাসি ! অনেক হেসে তারপর গুপি বলল `ভাই, আমি যেমন গাইন তুমি তেমনি বাইন ! আমরা দুজনে জুটলে নিশ্চয় একটা কিছু করতে পারি ।' কথায় বাঘাক খুবই মত হল । কাজেই তারা খানিক কথাবার্তার পর ঠিক করল যে , তারা দুজনায় মিলে রাজামশাইকে গান শোনাতে যাবে । রাজামশাই যে তাতে খুব খুশি হবেন , তাতে তো আর ভুলই নেই, -- অর্ধেক রাজ্য বা মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দিয়ে ফেলতে পারেন । গুপির আর বাঘার মনে এখন খুবই আনদ , তারা রাজাকে গান শানাতে যাবে । দুজনে হাসতে হাসতে আর নাচতে নাচতে এক প্রকাণ্ড নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল । সেই নদী পার হয়ে রাজবাড়ি যেতে হয় । নদীতে খেষা আছে, কিন্তু নেয়ে পয়সা চায় । বেচারারা বন থেকে এসেছে, পয়সা কোথায় পাবে ! তারা বলল , `ভাই আমাদের কাছে তো প।।সা-টয়সা নেই, আমরা না হয তোমাদের গেয়ে বাজিএ শোনাব , আমাদের পার করে দাও ।' তাতে খেয়ার চড়নদারেরা খুব খুশি হয়ে নেয়েকে বলল , `আমরা চাঁদা করে এদের প।সা দেব ।। এদের তুলে নাও ।' ঝঘাব ঢোলটি দেখেই নেষেরও বাজনা শুনতে ভারি সাধ হয়েছিল , কাজেই সে এ কথায় আর কোনও আপত্তি করল না । গুপিকে আব বাঘাকে তুলে নিয়ে নৌকো ।ছড়ে দেওয়া হল । নৌকো ভঝ লোক বসে বাজাবার জায়গা কোথায় হবে ? অনেক কষ্টে সকলের মাঝখানে খানিকটা জায়গা হতে হতে নৌকোও নদীর মাঝখানে এসে পড়ল । তাবপব খানিক একটু গুনগুনিয়ে গুপি গান ধরল , বাঘা তাব ঢোলকে লাঠি লাগাল , আর অমনি নৌকোসুদ্ধু সকল লোক বিযম চমকে গিয়ে গডাগড়ি আর জড়াজড়ি করে দিল নৌকোখানাকে উলটে । তখন তো ক্ষব আবপদেব অন্ত নেই ভাআগ্যস বাঘার ঢোলকটি এত বড় ছিল , তাই আকডে ধরে দুজনার প্রাণরক্ষা হল । কিন্ত ভাদের রাজবাড়ি যাওয়া ঘটল না । তারা সারাদিন সেই নদীর স্রোতে ভেসে সন্ধ্যাবেলায় এক ভীষণ বনের ভিতরে গিয়ে কূলে ঠকল । সে বনে দিনের বেলায় গলেই ভয়ে ।। উডে যায় , রাত্রির তো আর কথাই নেই । তখন বাঘা বলল , `গুপিদা বড়ই তো বিযম দেখছি ! এখন কী কবি বলো তো ।' গুপি বলল , `করব আর কী ? আমি গাইব , তুমি বাজাবে । নিতান্তই যখন বাঘে খাবে তখন আমাদের বিদ্যেটা তাকে না দেখিয়ে ছাড়ি কেন ?' বাঘা বলল , `ঠিক বলেছ দাদা । মবতে হয় তো ওস্তাদলোকের মতন মরি , পাড়াগেয়ে ভূতের মতো মরতে রাজি নই !' বনে দুজনায সেই ভিজা কাপড়েই আআ খুলে গান বাজনা শুরু করল । বাঘার ঢোলটি সেদিন কিনা ভিজে ছিল , তাইতে আওয়াজটি হয়েছিল যার পর নাই গম্ভীর । আর গুপিও ভাবছিল , এই তার শেষ গান কাজেই তার গলার আওয়াজটিও খুব গম্ভীর হয়েছিল । সে গান কী জমাট হয়েছিল , সে আর কী বলব ? এক ঘণ্টা দুঘণ্টা করে দুপুর ঝত হয়ে গেল , তবু তাদের সে গান থামছে না । এমন সময় তাদের দুজনারই মনে হল , যেন চারিদিকে একটা কী কাণ্ড হচ্ছে । ঝাপসা ঝাপসা কালো কালো , এই বড় বড় কী যেন সব গাছের উপর থেকে উকি মাঝত লেগেছে ! তাদের চোখগুলো জ্বলছে, যেন আগুনের ভাঁটা । দাঁতগুলো বেরচ্ছে ষন মুলোব সার । তা দেখে তখনই আপনা হতে বাঘার বাজনা থেমে গল , তার সঙ্গে সঙ্গে দুজনাব হাত-পা গুটিয়ে , পিঠ বেঁকে , ঘাড় বসে , চোখ বেরিয়ে মুখ হা করে এল । তাদের গায়ে এমনি কাঁপুনি আষ দাঁতে এমনি ঠকঠকি ধরে গেল যে আর তাদের ছুটে পালাবাক জো রইল না । ভূতগুলি কিন্তু তাদের কিছু করল না । ভারা তাদের গানবাজনা শুনে ভারি খুশি হ।এ এসেছে, তাদের রাজার ছেলের বিয়েতে গুপি আর বাঘার বায়না করতে । গান থামতে তারা নাকিসুরে বলল , `থামলি কেন বাপ ? বাজা , বাজা , ঝজা !' কথায় গুপি আব বাঘার একটু সাহস হল । তারা ভাবল , `এ তো মন্দ মজা নয় , তবে একটু গেয়েই দেখি না ।' এই বলে যেই তারা আবার গান ধবেছ, অমনি ভূতেরা একজন দুজন করে গাছ থেকে নেমে এসে তাদের ঘিরে নাচতে লাগল । - কাণ্ডকারখানা হযেছিল, সে কি না দেখলে বোঝবার জো আছে ! গুপি আর বাঘা তাদের জীবনে আর কখনও এমন সমজদারের দেখা পায়নি । সে রাত এমনি ভাবেই কেটে গেল । ভোর হলে তো আর ভূতেদের বাইরে থাকবার জো নেই, কাজেই তার একটু আগেই তারা বলল , `চল বাবা মোদের গোদার ব্যাটার বেতে ! তোদের খুশি করে দিব ।' ঝল , `আমরা যে রাজবাড়ি ষাব !' ভূতেরা বলল , ` সে যাবি এখন , আগে মোদের বাড়ি একটু গানবাজনা শুনিয়ে যা ! তোদের খুশি করে দিব ! কাজেই তখন তারা দুজনে ঢোল নিয়ে ভূতেদের বাডি চলল । সেখানে গানবাজনা ষা হল , স আর বলে কাজ নই । তারপর তাদের বিদায করবার সময় ভূতেরা বলল , তোরা কী চাস ?' বলল , `আমরা এই চাই ।। আমরা যেন গেয়ে বাজিয়ে সকলকে খুশি করতে পারি ।' ভূতেরা বলল , `তাই হবে , তোদের গানবাজনা শুনলে আর সে গান শেষ হওয়ার আগে কেউ সেখান থেকে উঠে ।যতে পারবে না ! আর কী চাস ?' ঝ।ল , `আর এই চাই । আমাদের যেন খাওয়া-পরার কষ্ট না হয । কথাঘ ভূতেবা তাদের একটি থলে দিঘে বলল , তোরা যখন যা খেতে বা পবতে চাস , এই থলের ভিতরে হাত দিলেই তা পাবি । আর কী চাস ?' বলল , `আর কী চাইব , তা তো বুঝতে পারছি না !' তখন ভূতেরা হাসতে হাসতে তাদের দুজনকে দুজোড়া জুতো এনে দিয়ে বলল , `এই জুতো পায়ে দিয়ে তোরা যেখানে যেতে চাইবি , অমনি সেখানে গিয়ে হাজির হবি । তখন তো আর কোনও ভাবনাই রইল না । গুপি আর বাঘা ভূতদের কাছে বিদায় হয়ে , সেই জুতো পায়ে দিয়েই বলল , `তবে আমরা ।আ। রাজবাডি যাব !' অমনি সেই ভীষণ বন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল আ গুপি আর বাঘা দেখল , তাঝ দুজনে একটা প্রকাণ্ড বাডির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে । এত বড আর এমন সুন্দর বাডি তারা তাদের জীঝন কখনও দেখেনি । তারা তখনই বুঝতে পারল যে , এ বাজবাড়ি । - ।। মধ্যে ভারি একটা মুশকিল হল । রাজবাডির ফটকে যমদূতের মতো কতকগুলো দবোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল ! তাঝ গুপি আব বাঘাকে সেই ঢোল নিয়ে আসতে দেখেই দাঁত খিঁটিয়ে বলল , `এইয়ো ! কাঁহা যাতা হ্যাষ ? আ।প থতমত খেয়ে বলল , বাবা , আমরা রাজামশাইকে গান শোনাতে এসেছি ।' তাতে দরোয়ানগুলো আরও বিযম চটে গিয়ে লাঠি দেখিঘে বলল , `ভাগো , আইযাসে ।' গুপিও তখন নাক সিঁটকিয়ে বলল , ইস আমরা তো রাজার কাছে যাবই ।' বলতেই অমনি সেই জুতোর গুণে , তারা তত্ক্ষণাত্ গিয়ে রাজামশায়ের সামনে উপস্থিত হল রাজবাড়ির অন্দরমহলে রাজামশাই ঘুমিয়ে আছেন , রানি তাঁর মাথার কাছে বসে তাঁকে হাওয়া করছেন , এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, গুপি আর বাঘা সেই সর্বনেশে ঢোল নিয়ে হঠাত্ গিয়ে উপস্থিত হল । জুতোর এমনি গুণ , দরজা

জানালা সব বন্ধ ঝয়ছে, তাতে তাদের একটুও আটকায়নি । কিন্ত আসবার বেলা আটকাক , আর নাই আটকাক , আসবার পরে খুবই আটকাল । রানি তাদের দেখে বিষম ভয় পেয়ে , এক টিত্কার দিয়ে তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলেন । রাজামশাই লাফিয়ে উঠে পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলেন । রাজবাড়িময় হুলস্থুলু পড়ে গেল । সিপাই সান্ত্রী সব খাড়া ঢাল নিয়ে ছুটে এল । বেগতিক দেখে গুপি আর বাঘার মাথায় গোল লেগে গেল । তারা যদি তখন শুধু বলে , `আমরা এখান থেকে অমুক জায়গায় চলে যাব' , তবেই তাদের জুতোর গুণে সকল ল্যাঠা চুকে যায় । কিন্ত সে কথা তাদের মনেই হল না । তারা গেল ছুটে পালাতে , আর দু-পা যেতে না যেতেই বেচারারা যে মারটা খেল ! জুতো , লাঠি , চাবুক কিল , চড় , কানমলা---কিছুই তাদের ঝকি রইল না । শেষে রাজামশাই হুকুম দিলেন , `ব্যাটাদের নিয়ে তিন দিন হাজতে ফেলে রাখো । তারপর বিচার করে , হয এদের মাথা কাটব , না হয় কুত্তা দিয়ে খাওয়াব ।' হায় গুপি ! হা বাঘা ! বেচারারা এসেছিল রাজাকে গান শুনিয়ে কতই বকশিশ পাবে এবে , তার মধ্যে - বিপদ ? পোদারা তাদের হাত বেঁধে মারতে মারতে একটা অন্ধকার ঘবে নিয়ে ফেলে রাখল । খোনে পড়ে বেচারারা একদিন আর গাষের ব্যথায় নড়তেচড়তে পারল না । তাতে তেমন দুঃখ ছিল না বাঘার ঢোলটি ষে গেল , সেই হল সর্বনাশের কথা ! বাঘা বুক মাথা চাপড়িষে ভেউভেউ করে কাঁদছে, আর বলছে, `ও গুপিদা অ-অ ! আরে ও গুপিদা ! মার খেলাম , । যাবে , তাতে দুঃখ । দাদা , আমার ঢোলকটি গেল !' গুপির কিন্ত ততক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা হষে এসেছে । সে বাঘার গায় মাথাষ হাত বুঝিয়ে বলল , `ভয় কী দাদা ? ঢোল গিয়েছে, জুতো আর থলে তো আছে । আমক নিতান্ত বেকুব , তাই এতগুলো মার খেলাম । যা হোক , যা হবার হষে গিষেছে, এখন । ভিতর থেকে একটা মজা করে নিতে হবে ।' বাঘা এ কথাষ একটু শান্ত হষে বলল , `কী মজা হবে দাদা ?' গুপি বলল , `আগে তো খাবার মজাটা করে নিই, তারপর অন্য মজার কথা ভেবে দেখব এখন ।' বলে ভূতের দেওয়া থলির ভিতরে হাত দিষে বলল , `দাও তো দেখি , এক হাড়ি পোলাও ।' অমনি একটা সুগ যে বেরল ! তেমন ।। রাজারাও সচরাচর খেতে পান না । আর সে কী বিশাল - টো থলির তির থেকে তুলে আনতে পারে ? ষা হোক , কোনওমতে সেটাকে বার করে এনে তারপর থলিকে বলল , `আজা , ব্যঞ্জন , চাটনি , মিঠাই, দই, রাবড়ি , শরবত ।--শিগগির শিগগির দাও ।' দেখতে দেখতে খাবার জিনিসে আর সোনারুপোর বাসনে ঘর ভরে গেল । দুজন লোকে আর কত খাবে ? সে অপূর্ব খাবার খেষে তাদের গাষের ব্যথা কোথায় চলে গেল তার আর ঠিক নেই । তখন বাঘা বলল , `দাদা , চলো এই বেলা এখান থেকে পালাই, নইলে শেষে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে ।' গুপি বলল , `পাগল হয়েছ নাকি ? আমাদের এমন জুতো থাকতে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে ? দেখাই যাক না , কী হয় ।' কথায় বাঘা খুব খুশি হল । সে বুঝতে পারল যে , গুপিদা একটা কিছু মজা করবে । দুদিন চলে গেল , আর একদিন পরেই রাজা তাদের বিচার করবেন । বিচারের দিন রাত থাকতে উঠে - থলের ভিতর হাত দিষে বলল , `আমাদের দুজনের রাজপোশাক চাই ।' বলতেই তার তির থেকে এমন সুন্দর পোশাক বেরল যে তেমন পোশাক কেউ তৈরি করতে পারে না । সেই পোশাক তারা দুজনে পরে তাদের পুরনো কাপড় আর বাসন কখানি পটুলি বেধে নিএ , জুতো পায় দিষে তারা বলল , `এখন আমরা মাঠে হাওয়া খেতে যাব ।' অমনি দেখে , রাজবাড়ির বাইরের প্রকাণ্ড মাঠে চলে এসেছে । সে মাঠের এক জাষগায তাদের পটুলিটি লুকিষে রেখে , তারা বেড়াতে বেড়াতে এসে রাজবাড়ির সামনে উপস্থিত হল । থেকে তাদের আসতে দেখেই রাজার লোক ছটে গিয়ে তাঁকে খবর দিয়েছিল যে , `মহারাজ , দুজন রাজা আসছেন ।' রাজাও তা শুনে তাঁর ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন । বাঘা আর গুপি আসতেই তিনি তাদের যার পর নাই আদর দেখিয়ে বাড়ির ভিতর নিষে গেলেন । চমত্কার একটি ঘরে তাদের বাসা দেওয়া হল । কত চাকর , বামুন , পোদা , পাইক তাদের সেবাতে লেগে গেল তার অন্ত নেই । তারপর গুপি আর বাঘা হাত-পা ধুষে জলষোগ করে একটু ঠাণ্ডা হলেই রাজামশাই আবার তাদের খবর নিতে এলেন । তাদের পোশাক দেখে অবধিই তিনি ভেবে নিএছেন যে , `না জানি এরা কত বড় রাজাই হবেন ।' তারপর শেষে যখন তিনি গুপিকে জিজ্ঞাসা করলেন , `আপনারা কেন দেশের রাজা ?' তখন গুপি হাত জোড় করে তাঁকে বলল , `মহারাজ ! আমরা কি রাজা হতে পারি ? আমরা আপনার চাকর !' গুপি সত্য কথাই বলেছিল , কিন্ত বাজার তাতে বিশ্বাস হল না । তিনি ভাবলেন , `কী ভালো মানুষ , ।কমন নরম হযে কথা বলে । যেমন বড় ঝজা তেমনি ভদ্রলোকও দেখছি ।' তিনি তখন আর বিশেষ কিছু ।আ বলে তাদের দুজনকে তাঁর সভায নিয়ে এলেন । সেখানে সেদিন সে দুটো লোকের বিচার হবে---তিনদি। আগে যারা গিয়ে তাঁর শাকর ঘবে ঢুকেছিল । বিচারেব সময উপস্থিত , আসামী দুটোকে আনতে পয়াদা গিষেছে, - আ আর ।কাথায় পাবে ? এ তিন দিন তাদের ঘরে তালা বন্ধ ছিল , সই তালা খুলে দেখা হল , সেখানে কেউ নেই, খালি ঘব পড়ে আছে । তখন তো ভারি একটা ছুটোছুটি হাকাহাকি পড়ে গেল । দারোগামশাই বিষম ।খপে গিয়ে পে।আদাগুলোকে বকতে লাগলেন । পেয়াদারা হাত জোড় কবে বলল , `হজুর ! আমাদের কোনও কসুর নেই । আমরা তালা দিঘে ঝেখছিলাম , তার উপব আবার আগাগোড়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম । ও দুটো তো মানুষ ছিল না , ও দুটো ছিল ভূত ! নইলে ভিতর থকে কী করে পালাল ?' কথায় সকলেরই বিশ্বাস হল । বাজামশাইও প্রথমে দারোগার উপর ঝেগ তাঁকে কটেই ।ফলতে গিয়েছিলেন । শেষে ওই কথা শুনে বললেন ,`ঠিক , ও দুটো নিশ্চয় ভূত ।' আমার ঘক ভো বন্ধ ছিল , তাব ভিতর এত বড ঢোল নিয়ে কী কবে ঢুকেছিল ?' শুনে সকলেই বলল , `হাঁ হা , ঠিক ঠিক , ও দুটো ভূত !' বলতে বলতেই তাদের শরীব শিউবে উঠল , বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল । তখন তারা কঘার সেই ঢোলটির কথা মনে করে বলল , মহারাজ ! ভূতের ঢোল বড় সর্বনেশে জিনিস ! ওটাকে কখনও আপনার ঘরে রাখবেন না । ওটাকে এখনই পুড়িয়ে ফেলুন ।' বাজামশাইও বললেন , `বাপ রে ! ভূতের ঢোল ঘরে রাখব ? এক্ষুনি ওটাকে এনে পোডাও ' - কথা বলা , অমনি বাঘা দুহাতে চোখ ঢেকে `হাউ-হাউ-হাউ-হাউ' করে কেঁদে গডাগডি দিতে লাগল ! সেদিন কঘাকে নিযে গুপিব কী মুশকিলই হয়েছিল । ।ঢ়াল পোডাবার নাম শুনেই বাঘা কাঁদতে আরম্ভ কঝেছ, ঢোল এনে তাতে আগুন ধঝিয় দিলে না জানি ।স কী কঝব । তখন , সেটা ।য তাবই ঢোল , সে কথা কি আব বাঘা সামলে ঝখতে পাঝব ? কী সর্বনাশ ! আ। ।।। ধঝ পডে প্রাণটাই হারাতে হয । গুপির বড়ই ইচ্ছা হচ্ছিল যে বাঘাকে নিয়ে ছুটে পালায় । কিন্ত তার তো আর জো নেই, সভায় বসবার সময যে সই জুতোগুলো পা থেকে খুলে ঝখা হয়েছে । এ।দকে কিন্ত বাঘার কাণ্ড দেখে সভাময় এক বিযম হুলস্থুলু পড়ে গেছে । সবাই ভাবছে, বাঘার নিশ্চয একটা ভারী অসুখ হয়েছে, আর স বাঁচবে না । ঝজবাডির বদ্যিঠাকুর এসে বাঘার নাড়ী দেখে যাব পর নাই গম্ভীরভাবে মাথা নাডলেন । বাঘাকে খুব করে জোলাপের ওষুধ খাইয়ে তার পেটে বেলেস্তারা লাগিয়ে দেওয়া হল । তারপব বদ্যিঠাকুর বললেন , `এতে যদি বদনা না সারে , তবে পিঠে আর একটা , তাতেও না সারলে দুপাশে আর দুটো ।বলেস্তাঝ লাগাতে হবে ।' কথা শুনেই কঘার কান্না তত্ক্ষণাত্ থেমে গেল । তখন সকলে ভাবল যে , বদ্যিঠাকুর কী চমত্কার ওষুধই দিয়েছেন , দিতে দিতেই বেদনা সেরে গেছে । হোক , ঝঘা যখন দেখল যে তার কান্নাতে ঢোল পোড়াবার কথাটা চাপা পডে গেছে, তখন ।সই বেলেস্তারার বেদনার ভিতরেই তার মনটা কতক ঠাণ্ডা হল । রাজামশাই তখন তাকে খুব যত্নের সঙ্গে তার ঘরে শুইয়ে ঝেখ এলেন । গুপি তার কাছে বসে তার বেলেস্তাঝয় হাওয়া করতে লাগল । তারপর সকলে ঘর থেকে চলে গেলে গুপি বাঘাকে বলল , `ছি ভাই, যেখানে সেখানে ।ক এমন করে কাঁদতে আছে ? দেখ দেখি , এখন কী মুশকিলটা হল ।' বাঘা বলল , `আমি যদি না কাঁদতুম , তা হলে তো এতক্ষণে আমার ঢোলকটি পুড়িয়ে শেষ কবে দিত । ।। নাহষ একটু জ্বলুনি সইতে হচ্ছে, কিন্ত আমার ঢোলকটা তো বেঁচে গেছে !' বাঘা আর গুপি এমন কতাবার্তা বলছে । এদিকে ঝজামশাই সভায় ফিরে এলে দারোগামশাই তা কানে কানে বললেন , `মহাবাজ , একটা কথা আছে, অনুমতি হয তো বলি ।' রাজা বললেন , `কী কথা ?' দারোগা বললেন , `মহারাজ , ওই যে লোকটা গড়াগডি দিয়ে কাঁদল , সে আর তার সঙ্গের ওই লোকটা , সেই দুহ আমি তাদের টিনতে পেরেছি ।' রাজা বললেন , `তাই তো হে, আমারও একটু যেন সেইরকম ঠেকছিল । তা হলে তো বড় মুশকিল দেখাছ । ঝলা তো এখন কী করা যায় ?' তখন এ কথা নিয়ে সভার মধ্যে ভারি একটা কানাকানি শুরু হল । কেউ বলল , ` রোজা ডাকো , ও দুটোকে তাড়িষে দিক ।' আর একজন বলল , রোজা যদি তাড়াতে না পারে , তখন তো সে দুটো ।।আ গিয়ে একটা বিষম কিছু করতে পারে । তার চেয়ে কোনও বাত্রে ঘমেব ভিতরে ও দুটোকে পুড়িয়ে মারুন কথাটা সকলেরই খুব পছন্দ হল , কিন্ত এর মধ্যে একটা মুশকিল এই দেখা গেল যে , ভূতদের পোড়াতে গেলে রাজবাডিতেও তখন আগুন ধবে যতে পাবে । শষে অনেক যুত্তির পর এই স্থির হল যে

, একটা বাগানবাড়িতে তাদেব বাসা দেওয়া হবে । বাগানবাড়ি পুড়ে গেলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না । রাজামশাই বললেন , সই ঢোলকটাকেও তা হলে সেই বাগানবাড়িত নিয়ে রাখা যাক , বাগানবাড়ি পোড়াবাব সময় একসঙ্গে সকল আপদ চুকে যাবে ।' বাগানবাডি যাবার কথা শুনে গুপি আর বাঘা খুব খুশি হল । তারা তো জানে না যে এর ভিতব কী ভয়ানক ফন্দি রয়েছে । তারা খালি ভাবল যে ।যশ আঝমে নিরিবিলি থাকা যাবে , সংগীতচর্চারও সুবিধা হতে পারে । জায়গাটি খুবই নিরিবিলি আর সুন্দর । বাডিটি কাঠের , কিন্ত দেখতে চমত্কার । সেখানে গিয়ে দেখতে দেখতে বাঘা ভালো হয়ে গেল । তখন গুপি তাকে বলল , `ভাই, আর এখানে থেকে কাজ কী ? চলো আমরা ।।। থেকে চলে যাই ।' বাঘা বলল , `দাদা , এমন সুন্দর জায়গাষ তো আর থাকতে পাব না , দুদিন এখানে রইলাম বা । আহা , আমার ঢোলকটি যদি থাকত !' সেদিন বাঘা বাডির এঘনওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুপি বাগানের এক জায়গায় বসে গুনগুন করছে, এমন সময় হঠাত্ বাঘা ভষানক চ্যাঁচামেচি করে উঠল । তার সকল কথা বোঝা গেল না , খালি `ও গুপিদা ! ও গুপিদা !' ডাকটা খুবই শোনা যেতে লাগল । গুপি তখন ছুটে এসে দেখল যে , বাঘা তার সেই ঢোলকটা মাথায় করে পাগলের মতো নাচছে, আর যা-তা আবোল-তাবোল বলতে বলতে `গুপিদা গুপিদা' বলে চ্যাঁচাচ্ছে । ঢোলক পেয়ে তার এত আনন্দ হয়েছে যে , সে আর কিছুতেই স্থির হতে পারছে না , গুছিয়ে কথাও বলতে পারছে না । এমনি করে প্রায় আধঘণ্টা চলে গেলে পর বাঘা একটু শান্ত হয়ে বলল , `গুপিদা , দেখছ কী ! এই ঘরে আমার ঢোলকটি---আর কী মজা------হাঃ হাঃ হাঃ বলে আবার সে মিনিট দশেক খুব নেচে নিল । তারপর স বলল , `দাদা , এত দুঃখের পর ঢোলকটি পেয়েছি, একটা গান গাও , একটু বাজিয়ে বলল , `এখন নয় ভাই, । বড্ড খিদে পেয়েছে । খাওয়াদাওয়ার পর রা।এ বারান্দায় বসে দুজনায় খুব করে গানবাজনা করা যাবে । রাজামশাই কিন্ত ঠিক করেছেন , সেই রারেই তাদের পুড়িয়ে মারবেন । দারোগার উপর হুকুম হযেছে যে সেদিন স্যার সমষ সেই বাগানবাড়িতে মস্ত ভোজের আযোজন করতে হবে । দারোগামশাই পাশ-যাট জন লোক নিয়ে সেই ভোজে উপস্থিত থাকবেন । খাওয়াদাওয়ার পর গুপি আর বাঘা ঘুমিয়ে পড়লে তাঁবা সকলে মিলে একসঙ্গে ই কাঠের বাড়ির চারদিকে আগুন দিয়ে তাদের পালাবার ।। বন্ধ করবেন । সেদিনকার খাওয়া বেশ ভালোমতোই হল । গুপি আর বাঘা ভাবল যে লোকজন চলে গেলেই তারা গানবাজনা আরম্ভ করবে । দারোগামশাই ভাবলেন ষ গুপি আর বাঘা ঘুমোলেই ঘরে আগুন দেবেন । তিনি তাদের ম পাড়াবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন । তাঁর ভাব দেখে যখন স্পষ্টই বোঝা ।গল যে , তাক না ঘুমোলে তিনি সেখান থেকে যাবেন না , তখন গুপি বাঘাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় পড়ে নাক ডাকাতে লাগল । একটু পরেই গুপি আর বাঘা দেখল ঘে লোকজন সব চলে গেছে, আর কারও সাড়াশদ নেই । তারপয় আর একটু দেখে , যখন মনে হল যে ঝগান একেবারে খালি হয়ে গেছে, তখন তারা দুজনে বারান্দায় এসে ঢোল বাজিয়ে গান জুডে দিল । এদিকে দারোগামশাই তাঁর লোকদেয় বলে দিয়েছেন , ` তোরা প্রত্যেক দরজায় বেশ ভালো কবে আগুন ধরাবি , খবরদার , আগুন ভালো করে না ধঝল চলে যাসনি যেন !' তিনি নিজে গিয়েছেন সিঁড়িতে আগুন ধরাতে । আগুন বেশ ভালো মতোই ধঝেছ । দারোগামশাই ভাবছেন , `এই ।বলা ছুটে পালাই' এমন সময় বাঘার ঢোল বেজে উঠল , গুপিও গান ধরে দিল । তখন আর দারোগামশাই বা তাঁর লাকদের কাঝ সেখান থেকে নডবাব জো রইল না , সকলকেই পুডে মবতে হল । ততক্ষণে গুপি আর বাঘাও আগুন দখতে পয়ে , তাদের জুতোর জোরে , তাদের ঢোল আর থলেটি নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল । সেদিনকার আগুনে দারোগামশাই তো পুড়ে মারা গিয়েছিলেনই, তাঁর দলের অতি অল্প লোকই বেঁচেছিল । সেই লোকগুলো গিয়ে রাজামশাইকে এই ঘটনার খবর দিতে তাঁর মনে বড়ই ভয় হল । পরদিন আর দু চার জন লোক রাজসভায় এসে বলল য , তারা সেই আগুনের তামাশা দেখতে সখানে গিয়েছিল , তারা তখন ভারি আশ্চর্যরকমের গানবাজনা শুনেছে, আর ভূত দুটোকে শন্যে উড়ে পালাতে স্বচক্ষে দেখেছে । তখন যা রাজামশায়ের কাঁপুনি ! সেদিন তাঁর সভা করা হল না । তিনি তাড়াতাড়ি বাড়িব ভিতরে এসে ভূতের ভয়ে দরজা এঁটে লেপ মুডি দিয়ে শুয়ে রইলেন , এক মাসের ভিভরে আর বাইরে এলেন না । এদিকে গুপি আর বাঘা সেই আগুনের ভিতর থেকে পালিয়ে একেবারে তাদের বাড়ির কাছের সেই বনে এসে উপস্থিভ হয়েছে, যেখানে প্রথমে তাদের দেখা হয়েছিল । তাদের বড় ইচ্ছা যে এত ঘটনার পব একবার তাদের মাবাপকে দেখে যায় । বনে এসেই বাঘা বলল , `গুপিদা , এইখানে না তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল ?' গুপি বলল , `হ্যাঁ !' বাঘা বলল , `তবে এমন জায়গায় এসে কী একটু গানবাজনা না করে চলে যেতে আছে ?' গুপি বলল , `ঠিক বলেছ ভাই, তবে আর দেরি কেন ? এই বেলা আরম্ভ করে দাও ।' এই বলে তারা খুলে গানবাজনা করতে লাগল । মধ্যে এক আশ্চর্য ঘটনা হয়েছে । এক দল ডাকাত হাল্লাব ঝজার ভাণ্ডার লুটে , তর ছোট ছেলে দুটিকে সুদ্ধ চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল । রাজা অনেক সৈন্য নিয়ে তাদের পিছু পিছু প্রাণপণে ছুটেও ধরতে পারছিলেন না । গুপি আর বাঘা যখন গান ধরেছে ঠিক সেই সময়ে সেই ডাকাতগুলো সেই বনের তির দিয়ে যাচ্ছে । কিন্ত সে গান একবার শুনলে তো আর তার শেয অবধি না শুনে চলে যাবার জো নেই । কাজেই ডাকাতদের তখনই সেখানে দাঁড়াতে হল । সারা রাত্রের ভিতরে আর সে গানবাজনাও থামল না , আকাতদেরও সেখান থেকে যাওয়া ঘটল না । সকালে হাল্লার রাজা এসে অতি সহজেই তাদের ধরে ফেললেন । তারপর যখন তিনি জানলেন যে , গুপি আর বাঘার গানের গুণেই তিনি ডাকাত ধরতে পেরেছেন , তখন আর তাদের আদর দেখে কে ? রাজাকুমারেরাও বললেন , `বাবা , এমন আশ্চর্য গান আর কক্ষনো শোননি ; এদের সঙ্গে নিয়ে চলো ।' কাজেই রাজা গুপি আর বাঘাকে বললেন , ` তোমরা ।।আ। সঙ্গে চলো ! তোমাদের পাঁচশো টাকা করে মাইনে হল ।' কথায় গুপি জোড়হাতে রাজামশাইকে নমস্বার করে বলল , `মহারাজ , দয়া করে আমাদের দুদিনের - দিতে আজ্ঞা হোক । আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে দেখে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আপনার ।-।।। গিয়ে উপস্থিত হব ।' রাজা বললেন , `আচ্ছা , এ দুদিন এই বনেই ঝিশাম করছি; তোমরা তামাদের মা-আপকে দেখে দুদিন পরে এইখানেই আমাদের পাবে ।' গুপিকে তাড়িয়ে অবধি তার বাবা তাব জন্য বড়ই দুঃখিত ছিল , কাজেই তাকে ফিরে আসতে দেখে তার ক্ষানন্দ হল । কিন্ত বাঘা বেচাঝর ভাগ্যে সে সুখ মেলেনি । তার মাবাপ এর কয়েকদিন আগেই মারা ।গয়েছিল । গ্রামেব লোকেরা তাকে ঢোল মাথায় কবে আসতে দেখেই বলল , `ওই বে ! সেই বাঘা ব্যাটা আবার আমাদের হাড় জ্বালিয়ে মাঝব ; মার ব্যাটাকে !' বাঘা বিনয় করে বলল , `আমি খালি আমার মা-আবাকে দেখতে এসেছি; দুদিন থেকেই চলে যাব , বাজায-টাজাব না ।' সে কথা কি তারা শোনে ? তারা খিঁচিয়ে তার মাবাপের মৃত্যুর কথা বলে এই বড় লাঠি নিয়ে তাকে মারতে এল । স প্রাণপণে ছুটে পালাতে পালাতে ই মেরে তার পা ভেঙে , মাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি কবে দিল । তাদের ঘরের দাওয়ায় বসে তাব বাপের সঙ্গে কথা বলছিল , এমন সময় সে দেখল যে বাঘা পাগলের মভো হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে । তার কাপড় ছিঁড়ে ফালি ফালি আর রক্তে লাল হয়ে গেছে । অমনি সে তাড়াতাড়ি বাঘার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা কবল , `কী হয়েছে ? তোমার এ দশা কন ?' গুপিকে দেখেই বাঘা একগাল হেসে ফেলেছে । তারপর সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল , `দাদা , বড্ড বেঁচে এসেছি ! মুর্খগুলো আর একটু হলেই আমার ঢোলটি ভেঙে দিয়েছিল ! গুপিদের বাড়ি এসে গুপির ষত্নে আর তার মাবাপের আদরে বাঘার দুদিন যতটা সম্ভব সুখেই কাটল । দুদিন পরে গুপি তার মাবাপের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বলে গেল , ` তোমরা তৈরি হয়ে থাকবে ; আমি আবার ছুটি পেলেই এসে তামাদের নিয়ে যাব ।' তারপর কয়েক মাস চলে গিয়েছে । গুপি আর বাঘা ।। হাল্লার রাজার বাড়িতে পরম সুখে বাস করে । দেশ বিদেশে তাদের নাম রটে গিয়েছে---`এমন ওস্তাদ আর কখনও হয়নি , হবেও না ।' রাজামশাই তাদের আরি ভালোকসেন ; তাদের গান না শুনে একদিনও থাকতে পারেন না । নিজের দুঃখ সুখের কথা সব গুপির কাছে বলেন । একদিন গুপি দেখল রাজামশায়ের মুখখানি বড়ই মলিন । তিনি রমাগতই যেন কী ভাবছেন , যেন তাঁর কোনও বিপদ হয়েছে । শেষে একবার তিনি গুপিকে বললেন , `গুপি , বড় মুশকিলে পডেছি, কী হবে জানি না । শুণ্ডির রাজা আমার রাজ্য কেড়ে নিতে আসছে ।' শুণ্ডির রাজা হচ্ছেন সেই তিনি যিনি গুপি আর বাঘাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন । তাঁ নাম শুনেই গুপির মনে একটা চমত্কার মতলব এল । সে তখন রাজামশাইকে বলল , `মহারাজ ! জন্য কোনও চিন্তা করবেন না । আপনার এই চাকরকে হুকুম দিন , আমি এ থেকে হাসির কাণ্ড করে দেব ।' ।-।। হেসে বললেন , `গুপি , তুমি গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ , যুদ্ধের ধাক ধার না , তার কিছু বাঝও না । শুণ্ডির রাজার ভারী ফৌজ , আমি আক তার কিছু করতে পারি ?' গু।।প বলল , `মহারাজ , হুকুম পেলে একবার চো করে দেখতে পারি । ক্ষত তো কিছু হবে না ।' রাজা বললেন ,

` তামার যা ইচ্ছা তাই তুম করতে পার । এ কথায় ষার পর নাই খুশি হয়ে বাঘাকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগল । - বাঘা সেদিন অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করেছিল । বাঘার তখন কতই উত্সাহ ! এ বলল , `দাদা , এবারে আমরা দুজনে মিলে একটা কিছু করবই করব । আমার শুধু এক কথায় একটু ভয় হচ্ছে; হঠাত্ - ।আ নিয়ে পালাবার দরকার হয় , তবে হয়তো আমি জুতোর কথা ভুলে গিয়ে সাধারণ লোকের মতো কষে ছুট দিতে যাব , আর মার খেয়ে সারা হব ! এমনি করে দেখ না সবারে আমাদের গাঁয়ের মুর্খগুলোর হাতে আমার কী দশা হল !' হোক গুপিব কথায বাঘাব ।স ভয় ।কটে গেল । আর পরদিন থেকেই তারা কাজে লাগল । আদনকতক ধরে রোজ রাত্রে তারা গুণ্ডি চলে যায় , আর আজবাড়ির আশেপাশে ঘুরে সেখানকার খবর নেয় । যুদ্ধের আয়োজন যা দেখতে পেল সে বড়ই ভয়ংকর ; এ আয়োজন নিয়ে এরা হাল্লায় গিয়ে উপস্থিত হলে আর রক্ষা নেই । রাজার ঠাকুরবাড়িতে রোজ মহাধূমধামে পুজো হচ্ছে । দশ দিন এমনিতর পুজো দিয়ে , ঠাকুরকে করে তারা হাল্লায় রওনা হবে । আর বাঘা সবই দেখল , তারপর একদিন , তাদের ঘরে বসে , দরজা এঁটে , সেই ভূতের দেওয়া থলিটিকে বলল , নতুন ধরনের মিঠাই চাই, খুব সরেস ।' স কথায় থলির ভিতর থেকে মিঠাই যা বেরল , আর বলবার নয় । তেমনি মিঠাই কেউ খায়নি , চোখেও দেখেনি । সেই মিঠাই নিয়ে বাঘা আর গুপি গুণ্ডির রাজার ঠাকুরবাডিব বিশাল মন্দিরের চুড়োয় গিয়ে বসল । নিচে খুব পুজোর শ-আঘণ্টা কোলাহলের সীমা নেই, আঙিনায় লোকে লোকারণ্য । সই সব লোকের মাথার উপর ঝড়াত্ করে মিঠাইগুলো ঢেলে দিয়ে বাঘা আর গুপি মন্দিরের চুড়ো আকডে বসে তামাশা দেখতে লাগল । অন্ধকারের মধ্যে সেই ধপধুনো আর আলোর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কেউ তাদের দেখতে পেল না । মিঠাইগুলো আঙিনায় পড়তেই অমনি কোলাহল থেমে গেল । অনেকেই লাফিয়ে উঠল , কেউ কেউ চেঁচিয়ে ছুটও ।দল । তারপর দু-চাবজন সাহসী লোক কয়েকটা মিঠাই তুলে , আলোর কাছে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখলে লাগল । শেষে তাদের একজন চোখ বুঁজে তার একটু মুখে পুরে দিল ; দিয়েই আর কথাবার্তা দুহাতে আঙিনা থেকে মিঠাই তুলে খালি মুখে দিচ্ছে আর নাচছে আর আআদে চ্যাঁচাচ্ছে । তখন আঙিনাসুদ্ধ লোক মিঠাই খাবার জন্য পাগলের মতো কাড়াকাড়ি আর কিচিরমিটির করতে লাগল । এদিকে কয়েকজন ছুটে গিয়ে রাজামশাইকে ঝলছে, `মহারাজ ! ঠাকুর আজ পুজোয় তুষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন । সে য কী অপূর্ব প্রসাদ , সে কথা আমরা বলতেই পারছি না ।' সে কথা শুনবামা।ই রাজামশাই ।।আ। কাছা গুঁজতে গুঁজতে উর্ধশ্বাসে এসে ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হলেন । - ততক্ষণে সব প্রসাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল । সমস্ত উঠোন ঝাঁট দিয়েও রাজামশাইয়ের জন্য একটু প্রসাদের গুঁড়ো পাওয়া গেল না । তখন তিনি ভারি চটে গিয়ে বললেন , ` তোমাদের কী অন্যায় । পুজো - আমি , আর প্রসাদ খেয়ে শেষ করো তোমরা ! আমার জন্যে একটু গুঁড়োও রাখো না ! তোমাদের সকলকে ধরে শূলে চড়াব !' এ কথায় সকলে ভযে কাঁপতে কাঁপতে জোড়হাতে বলল , ` দোহাই মহারাজ ! আপনার প্রসাদ কি আমরা খেয়ে শেষ কঝত পারি ? বাপ রে ! আমরা খেতে না খেতেই ঝাঁ করে কোনখান দিয়ে ফুরিয়ে গেল ! আজ আমাদের প্রসাদগুলো আপনি মাপ করুন ; কালকের যত প্রসাদ , সব মহারাজ একাই খাবেন !' রাজা তাতে বললেন , `আচ্ছা তাই হবে । খবরদার ! মনে থাকে যেন !' পরদিন রাজামশাই প্রসাদ খাবেন , তাই একপ্রহর বেলা থাকতেই তিনি ঠাকুরবাডি আঙিনায় এসে আকাশের পানে তাকিয়ে বসে আছেন । আর সকলে ভয়ে ভয়ে একটু দূরে বসে তাঁকে ঘিরে তামাশা দেখছে । আর পুজোর ঘটা অন্যদিনের চেয়ে শতগুণ ; সবাই ভাবছে, দেবতা তাতে খুশি হয়ে রাজামশাইকে আরও ভালো প্রসাদ দেবেন । রাত দুপুরের সময় গুপি আর বাঘা আরও আশ্চর্য রকমের মিঠাই নিয়ে এসে মন্দিরের চুড়োয় বসল । আজ তাদের পবনে খু জমকালো পোশাক , মাথায় মুকুট , গলায় হার , হাতে বালা , কানে কুণ্ডল তারা দেবতা সেজে এসেছে । ধোঁয়ার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না , কিন্ত তবু রাজামশাই আকাশে পানে তাকিয়ে আছেন । এমন সময় গুপি আর বাঘা হাসতে হাসতে তাঁর উপরে সেই মিঠাইগুলো ফেলে দিল । তাতে রাজামশাই প্রথমে একটা টিত্কার দিয়ে তিন হাত লাফিয়ে উঠলেন , তারপর তাড়াতাডি আমলিয়ে নিয়ে , দুহাতে মিঠাই তুলে মুখে দিতে লাগলেন , আর ধেইধেই করে নাচনটা যে নাচলেন ! এমন সময় গুপি আর বাঘা হঠাত্ মন্দিরের চুডো থেকে নেমে এসে রাজার সামনে দাঁড়াল । তাদের দেখে সকলে `ঠাকুর এসেছেন' `ঠাকুব এসেছেন' বলে কে আগে গড় করবে ভেবে ঠিক পায় না । রাজামশাই তো হয়ে মাটিতে পড়েই রয়েছেন , আর খালি মাথা ঠুকছেন । গু।ই তাঁকে বলল , `মহারাজ ! তোমার নাচ দেখে আমবা বড়ই তুষ্ট হয়েছি; এসো তোমার সঙ্গে কালাকুলি করি ।' রাজা তা শুনে যন হাতে স্বর্গ পেলেন । দেবতাব সঙ্গে কোলাকুলি , সে কী কম সৌভাগ্যের কথা ? কোলাকুলি আরম্ভ হল । সকলে `জয় জয়' করে চ্যাঁচাতে লাগল । সেই অবসরে গুআই আর বাঘা রাজামশাইকে খুব জড়িয়ে ধরে বলল , এখন তবে আমাদেব ঘরে যাব ' বলতে বলতেই তারা তাঁকে সুদ্ধ একেবারে এসে তাদের নিজের ঘরে উপস্থিত । ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় সেই লাকগুলো অনেকক্ষণ ধরে হাঁ করে আকাশের পানে চেযে রইল । তারপর যখন রাজামশাই আর ফিবলেন না , তখন তারা যে যার ঘরে এসে বলল , `কী আশ্চযই দেখলাম রাজামশাই সশরীরে স্বর্গে গলেন ! দেবতারা নিজে তাঁকে নিতে এসেছিলেন !' এদিকে রাজামশাই গুপি আর বাঘার কোলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন , তাদের ঘরে এসেও অনেকক্ষণ জ্ঞান হয়নি । ভোরের বেলায় তিনি চোখ মলে দখলেন যে , সেই দুটো ত । মাথার কাছে বসে আছে । অমনি তিনি তাদের পায়ে পড়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন , ` দোহাই বাবা ! আমাকে খেয়ো না ! আমি দুশো মোষ মেরে তোমাদের পুজো করব ।' বলল , `মহারাজ , আপনার কোনও ভয় নেই । আমরা ভূতও নই আপনাকে খেতেও যাচ্ছি না । ।।-আ।আআ।।র আকস্ত তাতে একটুও ভবসা হল না । আতান আব কানও কথা না বলে মাথা গুজে বসে বাদভে লাগলেন । এদিকে বাঘা এসে হাল্লার রাজাকে বলল , `কাল বাত্রে আমরা গুণ্ডির রাজাকে ধরে এনেছি; এখন কী আজ্ঞা হয় ?' হাল্লার কজা বললেন , `তাঁকে নিয়ে এসো । - রাজায় যখন দেখা হল , তখন গুণ্ডির রাজা বুঝতে পারলেন যে তাঁকে ধরে এনেছে । হাল্লা জয় করা তো তাঁর ভাগ্যে ঘটলই না , ।য প্রাণটিও যাবে । কিন্ত হাল্লার রাজা তাঁকে মবে শুধু তাঁর রাজ্যই কেড়ে নিলেন । তাবপর তিনি গুপি আর বাঘাকে বললেন , ` তামরাই আমাকে বাঁচিয়েছ, নইলে হয়তো আমার কজ্যও যত ।যত । আমি আর তোমাদের কী উপকার করতে পারি ? গুণ্ডিরাজ্যের অর্ধেক আর আমার দুটি কন্যা তোমাদের দুজনকে দান করলাম ।' তখন খুব একটা ধুমধাম হল । গুপি আর বাঘা হাল্লার রাজার জামাই হয়ে আর গুণ্ডির অর্ধেক রাজ্য পেয়ে পরম আনন্দে সংগীতের চর্চা করতে লাগল । গুপির মা-বাপের মান্য আর সুখ তখন দেখে কে